পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 222 Monday, 13 july, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২২২ সংখ্যা ✻ ২৮ আষাঢ় ১৪৩২, সোমবার, ১৩ জুলাই ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

কলকাতা পুরসভায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বড় উদ্যোগ

১৪৪ থেকে বেড়ে হতে পারে ২০০ ওয়ার্ড, কাজ শুরুতে গঠিত জোড়া কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তনের পথে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরে ওয়ার্ডভিত্তিক ভোটার সংখ্যা ও পরিষেবা বণ্টনের অসামঞ্জস্য নিয়ে যে আলোচনা চলছিল, এবার তার সমাধানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই দুটি পৃথক কমিটি গঠন করেছে কলকাতা পুরসভা। সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ডের পরিবর্তে সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শহরের নাগরিক পরিষেবা আরও সুষম ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলেই প্রশাসনের আশা। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার অধীনে রয়েছে ১৪৪টি ওয়ার্ড এবং ১৬টি বরো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কোথাও একটি ওয়ার্ডে ৬০ হাজারেরও বেশি ভোটার, আবার কোথাও সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৯ হাজারে। একইভাবে বুথ সংখ্যাতেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য। এই অসামঞ্জস্যের ফলে একদিকে যেমন জনপ্রতিনিধিদের উপর কাজের চাপ অসমভাবে পড়ছে, অন্যদিকে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে নানা সমস্যা। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডকে। সেখানে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। এই ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর এন্টালির তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহা। বিপরীতে, ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটারের সংখ্যা মাত্র ৯ হাজারের কাছাকাছি। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজেপি নেতা সন্তোষ পাঠক। দুই ওয়ার্ডের মধ্যে ভোটার সংখ্যার এই বিপুল ব্যবধান প্রশাসনিক ভারসাম্যের প্রশ্ন তুলেছে বহুদিন ধরেই। শুধু উত্তর কলকাতাই নয়, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক এলাকাতেও একই ধরনের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে যাদবপুর এলাকার ৯৩, ১০৮ এবং ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা ও বুথ বিন্যাস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছে। কোথাও ভোটার সংখ্যা ১০ থেকে ১২ হাজার, আবার কোথাও তা ১৮ থেকে ২০ হাজারের মধ্যে। অথচ প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের জন্য সমান পরিমাণ উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ করা হয়। ফলে কম ভোটারবিশিষ্ট ওয়ার্ড ও বেশি ভোটারবিশিষ্ট ওয়ার্ডের মধ্যে উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই বিষয়টি নিয়ে বহু কাউন্সিলরই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা সামনে আনা হয়েছে। লক্ষ্য হল প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোটার রাখা এবং প্রতি ওয়ার্ডে প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি বুথ নিশ্চিত করা। প্রশাসনের মতে, এর ফলে নাগরিক পরিষেবা আরও সমানভাবে বণ্টন করা সম্ভব হবে এবং কাউন্সিলরদের কাজের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য আসবে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ডিলিমিটেশনের কাজ পরিচালনার জন্য দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ সদস্যের সেন্ট্রাল ডিলিমিটেশন কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন স্পেশাল কমিশনার সৌম্য ভট্টাচার্য। এই কমিটি গোটা প্রক্রিয়ার তদারকি করবে এবং চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্বে থাকবে। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার প্রতিটি বরোর জন্য আলাদা করে বরোভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট বরোর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁদের সঙ্গে সদস্য হিসেবে থাকবেন রেভিনিউ অফিসাররা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভোটার সংখ্যা এবং নগরায়নের তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁরা নতুন ওয়ার্ডের সীমারেখা নির্ধারণে প্রাথমিক সুপারিশ করবেন। এরপর সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় কমিটি চূড়ান্ত ডিলিমিটেশন পরিকল্পনা তৈরি করবে।

২০২৯ থেকেই 'এক দেশ, এক ভোট'? বড় ইঙ্গিত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ 'এক দেশ, এক ভোট' বাস্তবায়নের পথে কেন্দ্রের পরিকল্পনা নতুন করে গতি পাচ্ছে। এতদিন যেমনটা মনে করা হচ্ছিল ২০৩৪ সালের আগে এই ব্যবস্থা চালু করা কঠিন, সেখানে এবার ২০২৯ সাল থেকেই তা কার্যকর করার সম্ভাবনার কথা জানালেন সংশ্লিষ্ট যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিজেপি সাংসদ পি পি চৌধুরী। গোয়ায় দু'দিনের বৈঠক শেষে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির পর্যালোচনাধীন। কমিটি দেশের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করছে। পি পি চৌধুরীর দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রায় ৯৯ শতাংশই দ্রুত এই ব্যবস্থা চালুর পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি জানান, কমিটির লক্ষ্য হল আসন্ন বাদল অধিবেশনের আগেই রিপোর্ট জমা দেওয়া। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংসদে বিলটি পেশ করা হলে ২০২৯ সালের মধ্যেই আইন কার্যকর করার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তাঁর কথায়, এক দেশ, এক ভোট চালু হলে নির্বাচন পরিচালনার বিপুল ব্যয় কমবে। প্রত্যক্ষভাবে অন্তত ৭ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় সম্ভব। সেই অর্থ দেশের উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করা গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও বেশি উপকৃত হবে। কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী, এই ব্যবস্থা দু'টি ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে লোকসভা এবং দেশের সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন

একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সর্বোচ্চ ১০০ দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে, যাতে দেশের সব স্তরের নির্বাচনী প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে আনা যায়। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বিভিন্ন সময়ে শেষ হওয়া রাজ্য বিধানসভার মেয়াদ কীভাবে একসঙ্গে আনা হবে? এই প্রসঙ্গে পি পি চৌধুরী জানান, আইন কার্যকর হওয়ার পর যেসব রাজ্যের নির্বাচন ২০৩০ থেকে ২০৩৩ সালের মধ্যে হওয়ার কথা, সেসব রাজ্যে একবারের জন্য স্বল্পমেয়াদি বিধানসভা গঠন করা হতে পারে। অর্থাৎ কোথাও এক বছরের, কোথাও দু'বছরের, আবার কোথাও তিন বছরের জন্য বিধানসভা নির্বাচিত হবে। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে লোকসভার সঙ্গে সব রাজ্যের নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গসহ একাধিক রাজ্যের নির্বাচনী সময়সূচিতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, ২০৩১ সালে নির্ধারিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন সেক্ষেত্রে পূর্ণ পাঁচ বছরের পরিবর্তে মাত্র তিন বছরের মেয়াদের জন্য অনুষ্ঠিত হতে পারে। একই ধরনের পরিস্থিতি অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও দেখা যেতে পারে। যদিও এই প্রস্তাব এখনও আইন হিসেবে কার্যকর হয়নি এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ ও সংসদের অনুমোদনের উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তবু ২০২৯ সালকে সামনে রেখে কেন্দ্রের নতুন ইঙ্গিত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক স্তরে বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন নজর থাকবে, বাদল অধিবেশনে বিলটি সংসদে ওঠে কি না এবং 'এক দেশ, এক ভোট' বাস্তবায়নের রূপরেখা শেষ পর্যন্ত কোন পথে এগোয়।

'আসল তৃণমূল' নিয়ে নতুন মোড়!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকৃত সাংগঠনিক পরিচয় নিয়ে চলা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের দাবি। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আলিপুর আদালত নাকি তাদের নেতৃত্বাধীন সংগঠনকেই আইনগতভাবে 'আসল তৃণমূল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, আদালতের রায়ের অনুলিপি হাতে পাওয়ার পর তা নির্বাচন কমিশনের কাছেও জমা দেওয়া হবে, যাতে তাদের দাবি আরও শক্তিশালী করা যায়। ঋতব্রতর বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে অরূপ রায়কে সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই নতুন কমিটি গঠিত হয়।

'শাসনের পাঠ' দেবেন অমিত শাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর সংগঠন ও প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন বিজেপির কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক এবং শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবর, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জনপ্রতিনিধি ও দলীয় সংগঠনের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেবেন তিনি। জুলাই মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ। দু'দিনের এই সফরে ১৮ জুলাই হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি।

কলকাতা চলো' পোস্টার মমতার তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ আর কয়েকটা দিন। তারপর একুশে জুলাই। প্রতিবার তৃণমূলের ডাকা একুশে জুলাইয়ে শুধু শহিদদের স্মৃতিচারণা হত না। একই সঙ্গে এই দিন আসন্ন নির্বাচনে দল কীভাবে চলবে সেই দিক নির্দেশ করতেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পালা বদলের পর সময়টা আলাদা। আপাতত তৃণমূল দুটি শিবিরে ভেঙে গিয়েছে। এবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে 'নব তৃণমূল ব্লক'। তারাও একুশে জুলাই শহিদ দিবস পালন করছে। ফলে, তৃণমূলের দুটো শহিদ দিবস হতে চলছে কলকতায়। এ দিকে, ঋতব্রতদের শিবির স্থান ঠিক করে ফেলেছে, কিন্তু কালীঘাট তৃণমূলের কী হবে? এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এল একটি পোস্টার। যেখানে লেখা, 'কলকাতা চলো'। কিন্তু কলকাতায় কোথায় যেতে হবে? কোথায় হবে শহিদ দিবস? উঠছে প্রশ্ন।

এতদিন পোস্টারে লেখা থাকত 'কলকাতা চলো'। এ দিন যে পোস্টার দেখা যাচ্ছে সেখানে মমতা-অভিষেকের ছবি দিয়ে লেখা 'কলকাতা চলো'। কিন্তু কলকাতার কোথায়? আদৌ সেখানে পুলিশ অনুমতি দেবে কি না কার্যত সেই সভাস্থল হাতড়ে বেড়াচ্ছে মমতার তৃণমূল।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

সেবাশ্রয়-কাণ্ডে অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর জারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ ভুল চিকিৎসার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত 'সেবাশ্রয় প্রকল্প ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হল। মহেশতলার বাসিন্দা মালতী বিশ্বাসের অভিযোগের ভিত্তিতে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী সুমিত রায়ের নামে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের স্বাস্থ্যভবনও নড়েচড়ে বসেছে। ভুক্তভোগী মহিলা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমস্ত নথিপত্র-সহ উপস্থিত হয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য ডাকা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্তারা তাঁদের বক্তব্য শুনে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আক্রা এলাকার বাসিন্দা মালতী বিশ্বাস হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসার জন্য সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়েছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁকে কয়েক ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়। ওই ওষুধ সেবনের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে এবং হাঁটুর ব্যথা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তিনি ফের সেবাশ্রয় শিবিরে গেলে তাঁকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, এম আর বাঙুর হাসপাতালের চিকিৎসকরা মালতী বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে জানান, তাঁর পায়ের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পরে তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য পার্ক সার্কাসের চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখান থেকেও শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

শিল্পে বিনিয়োগ ও জমি নীতিতে গতি আনতে মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়ানো, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং জমি সংক্রান্ত নীতিকে আরও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকারের গঠিত শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠী। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের সভাপতিত্বে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। শিল্প ও বিনিয়োগের বর্তমান পরিস্থিতি, সম্ভাব্য প্রকল্প, জমি সংক্রান্ত জটিলতা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও সহজ করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে।

বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে অর্থ সচিব, শিল্প সচিব, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের সচিব এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সচিবের। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে শিল্প প্রকল্প বাস্তবাযনের গতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করে তার সমাধানের পথ খোঁজাই এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্য সরকারের গঠিত এই শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীতে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ছাড়াও রয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও শীর্ষ আমলাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বৈঠকে শিল্পবান্ধব নীতি প্রণয়ন, জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়া সহজীকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রথযাত্রায় ভিজবে বাংলা! উত্তরের ৫ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ রাজ্যজুড়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্ষা। মৌসুমি অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর সক্রিয় থাকায় উত্তর ও দক্ষিণ-দুই বঙ্গেই বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, বুধবার কিছুটা বিরতি মিললেও রথযাত্রার দিন, বৃহস্পতিবার ফের বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে, যার প্রভাব পড়বে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে উত্তর বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম বিহারের উপর দুটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। পাশাপাশি বিহার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অক্ষরেখা এবং সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে। এর জেরেই আগামী কয়েক দিন ধরে দফায় দফায় বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঝোড়ো হাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রবিবার মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। এছাড়া কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার ও মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। বুধবার বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে। তবে সেই স্বস্তি বেশিক্ষণের নয়। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রথযাত্রার দিন বৃহস্পতিবার ফের সক্রিয় হবে বৃষ্টির দাপট। সেদিন উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে রথযাত্রার উৎসবে বৃষ্টি কিছুটা প্রভাব

এর পর ৬ পাতায়-

'সীমান্তে আর থাকবে না এক ইঞ্চিও ফাঁক'!১৮৫ একর জমি পেল বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে যে সব এলাকা এখনও কাঁটাতারের বেড়াবিহীন অবস্থায় রয়েছে, সেগুলিকে দ্রুত সুরক্ষার আওতায় আনতে বড় পদক্ষেপ নিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং জেলা প্রশাসন। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লক-সহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় বিএসএফের আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় ১৮৫ একর জমি ইতিমধ্যেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও ৫৩ একর জমি চেয়ে নতুন আবেদন করা হয়েছে, যার জরিপের কাজও শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কোচবিহারের বহু বছরের খোলা সীমান্ত ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে কাঁটাতারের সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।কোচবিহার জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি বড় অংশ বহু বছর ধরেই নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে উদ্বেগের কারণ। সীমান্তের উল্লেখযোগ্য অংশ নদীপথ হওয়ায় সেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব নয়। তবে যেখানে স্থলসীমান্ত এখনও উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে, সেখানে দ্রুত বেড়া নির্মাণের জন্য বহুদিন ধরেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল।সেই প্রক্রিয়াতেই প্রথম ধাপে জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় মোট ২৪০ একর জমি চেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করে বিএসএফ। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮৫ একর জমি হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, বাকি জমিও দ্রুত হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

এর পর ৬ পাতায়-

এবার ডিম আমাদের মাথায় পড়বে, ডিম খেতে রাজি নই'ঃ শমীক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১২ জুলাই ঃ বিজেপি সরকার বাংলায় আসার পর ইতিমধ্যেই রাস্তার নাম পরিবর্তন হয়েছে। কিছু রাস্তার রং গেরুয়া হতে শুরু হয়েছে। এমনকী, সরকারি স্কুলের পোশাকের রং-ও বদলাতে পারে। আগে যে রং ছিল তা ফিরিয়ে আনা হতে পারে বলে আলোচনা চলছে। এই আবহে এবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে গেরুয়া রং নিয়ে বিতর্ক। নিরাপত্তা কক্ষের রং হয়ে গেল গেরুয়া। সামনে রাখা হল ভারত মাতার প্রতিকৃতি। বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থানকে কেন গেরুয়া করা হল? প্রশ্ন শিল্পীদের একাংশের। মত চাপানোর রাজনীতি করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। এরপরই চিঠি পাঠানো হয় বিজেপির রাজ্যসভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে। বিষয়টি জানতে পেরেই তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি। পাশাপাশি অতি উৎসাহী বিজেপি কর্মীদেরও সাবধান করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বলেন, এই মুহূর্তে আমারও বয়স হয়েছে, চুল পাতলা হয়ে গেছে। ডিম খেতে আমি রাজি নই। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, আমি চিঠি পড়ছি। শিল্প-সংস্কৃতি জগতের কোনও দখলদারির পক্ষে বিজেপি নয়। তাই এটা হবে না। কেউ-কেউ একটু অতি বিজেপি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের পার্টি নিয়ন্ত্রণ করে দেবে। তিনি আরও বলেন, যে যেটা পারেন না, সে সেটা করবেন না। যে যেটা পারেন সে সেইটাই করবেন। আগে অতীতের সরকার কিছু ফেবারিটিজম করেছে। কিন্তু এই সবের পরিবর্তনের জন্যই তো বিজেপি এসেছে। সেই কাজ আমাদের দল শুরু করলে ডিম আমাদের মাথায় পড়বে।

কার্যকর হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ আজ সোমবার থেকেই রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৬। গত শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠক ও জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিধানসভায় বিলটি পাস হওয়ার পর রাজ্যপালও অনুমোদন দিয়েছেন। তাই সোমবার থেকেই এই আইন কার্যকর করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নতুন এই আইন চালু হলে রাজ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, দাঙ্গা, ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, পুলিশের উপর হামলা কিংবা সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে আরও দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। তাঁর কথায়, আন্দোলনের নামে অশান্তি সৃষ্টি বা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার ঘটনা আর বরদাস্ত করা হবে না। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।গত ২৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬ পাস হয়। এরপর রাজ্যপালের সম্মতি মেলায় সেটি এখন আইনে পরিণত হয়েছে। সরকারের দাবি, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং গুরুতর অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতেই এই আইন আনা হয়েছে। এই আইনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল প্রতিরোধমূলক গ্রেফতারি। অর্থাৎ, প্রশাসনের কাছে যদি মনে হয় কোনও ব্যক্তি সমাজবিরোধী কাজে জড়িত বা ভবিষ্যতে এমন কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তাঁকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত আটক রাখা যেতে পারে। এই নির্দেশ জারি করতে পারবেন রাজ্য সরকার, পুলিশ কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সরকার মনোনীত ডিআইজি পদমর্যাদার কোনও পুলিশ আধিকারিক। এই আইনে বলা হয়েছে, সাধারণভাবে আটক করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ জানিয়ে নিজের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে।

স্কুলশিক্ষায় বড় পরিবর্তনের পথে রাজ্য সরকার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ রাজ্যের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ঘোষণা করল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। স্কুলভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের ভারসাম্য বজায় রাখতে ' বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাকা শিক্ষকদের অন্য স্কুলে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও শুরু হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, আধুনিক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে দপ্তর। স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত সমান নয়। কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষক রয়েছেন, আবার কোথাও শিক্ষকসংখ্যা অত্যন্ত কম। এই বৈষম্য দূর করতেই প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরে 'সারপ্লাস' শিক্ষকদের অন্য প্রয়োজনীয় স্কুলে বদলি করা হবে। দপ্তরের দাবি, ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা। বাস্তবে বহু স্কুলে এই মানদণ্ড অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই শিক্ষক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায় সরকার। তবে এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ। তাঁদের আশঙ্কা, যেসব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম, সেখান থেকে শিক্ষক সরিয়ে নেওয়া হলে ভবিষ্যতে সেই স্কুলগুলি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এতে সরকারি স্কুলব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা আরও কমে যেতে পারে বলেও তাঁদের দাবি। বিরোধী শিক্ষক

সংগঠনগুলির বক্তব্য, পড়ুয়াশূন্য বা কম পড়ুয়ার স্কুলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়ার বদলে শিক্ষক সরিয়ে নেওয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। বরং স্কুলে নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্যোগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, স্কুলশিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে শিক্ষকদের নতুন শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করতে 'উজ্জীবন চর্চা' নামে একটি অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। অনলাইন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে আরও আনন্দময়, দক্ষতাভিত্তিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করা। শুধুমাত্র মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিসা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে আলাদা সম্ভাবনা রয়েছে। সেই প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে শেখা হবে আনন্দের বিষয়, চাপের নয়। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে বয়স অনুযায়ী সঠিক শ্রেণিতে ভর্তি, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন শৌচালয়, নিরাপদ পানীয় জল, ভেন্ডিং মেশিন এবং শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, প্রকল্পভিত্তিক শেখানো এবং দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়গুলিকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।সরকারের দাবি, শিক্ষক পুনর্বিন্যাস এবং জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন-এই দুই উদ্যোগ মিলিয়ে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, আধুনিক এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করে তোলার চেষ্টা চলছে। যদিও এই পদক্ষেপের বাস্তব প্রভাব কতটা ইতিবাচক হবে, তা নির্ভর করবে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সহযোগিতার উপর।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of equity shares on the SME platform of BSE Limited in compliance with Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

(Please scan this QR code to view the RHP and Abridged Prospectus)

SOTEFIN BHARAT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS SOTEFIN BHARAT PRIVATE LIMITED)

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: U29221WB2012PLC175825

Our Company was originally incorporated as 'Pisa- Sotefin Parking Private Limited' as private limited company in Kolkata under the provisions of the Companies, Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 16, 2012, issued by Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. The name of the company was changed to 'Sotefin Parking Private Limited' pursuant to a special resolution dated October 21, 2016. A fresh certificate of incorporation consequent upon name change was granted to the Company on November 17, 2016. The name of the Company was further changed to Sotefin Bharat Private Limited pursuant to a special resolution dated December 12, 2024. A fresh certificate of incorporation consequent upon name change was granted to the Company on January 1, 2025. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at an Annual General Meeting held on September 26, 2025, and the name of our Company was changed to "Sotefin Bharat Limited". A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from Private Limited Company to Public Limited Company dated November 28, 2025, was issued by the Central Processing Centre. The Corporate Identification Number of our company is U29221WB2012PLC175825. For change in registered office and other details please, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 238 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: 72/B, Barakhola Kalikapur, Kolkata, West Bengal, India, 700099. **Website:** www.sotefinbharat.com; **E-Mail:** bdas@sotefinbharat.com; **Telephone No:** +91 82 8299 9547; **Company Secretary and Compliance Officer:** Biswajit Das

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ARUP CHOUDHURI, JIGNESH PRAVINCHANDRA SANGHAVI AND PISA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 48,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SOTEFIN BHARAT LIMITED *(FORMERLY KNOWN AS SOTEFIN BHARAT PRIVATE LIMITED)*, ("SOTEFIN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 45,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.42% AND 25.11%, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10 EACH.

PRICE BAND: ₹178 TO ₹187 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹10 EACH

● QIB Portion: Not More than 50.00% of the Net Issue ● Individual Investors Portion: Not Less than 35.00% of the Net Issue
● Non-Institutional Bidders Portion: Not Less than 15.00% of the Net Issue ● Market Maker Portion: 2,40,000 Equity Shares or 5.00% of the Issue

THE FLOOR PRICE IS 17.80 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 18.70 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FY 2026 AT THE FLOOR PRICE IS 13.29 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 13.97 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 600 EQUITY SHARES THEREAFTER.
WEIGHTED AVERAGE RETURN ON NET WORTH FOR THE LAST THREE YEARS SHOULD BE READ AS 29.42%.

The details of the Fresh Issue and the Post-Issue market Capitalisation of the Company, each at the Floor Price (₹178) and the Cap Price (₹187), are given below

Particulars	At Floor Price of ₹178 per Equity Share — No. of Equity Shares of Face Value ₹10/- each (Up to)	At Floor Price of ₹178 per Equity Share — Amount (₹ in Lakhs) (Up to)	At Cap Price of ₹187 per Equity Share — No. of Equity Shares of Face Value ₹10/- each (Up to)	At Cap Price of ₹187 per Equity Share — Amount (₹ in Lakhs) (Up to)
Fresh Issue	48,00,000.00	8,544.00	48,00,000.00	8,976.00
Offer for Sale	-	-	-	-
Total Issue Size	**48,00,000.00**	**8,544.00**	**48,00,000.00**	**8,976.00**
Post-Issue Market Capitalization of the Company	1,81,60,307.00	32,325.35	1,81,60,307.00	33,959.77

BID/ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BID/ISSUE PERIOD: WEDNESDAY, JULY 15, 2026 (1)

BID/ISSUE OPENS ON: THURSDAY, JULY 16, 2026

BID/ISSUE CLOSES ON: MONDAY, JULY 20, 2026 (2)(3)

(1) Our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Issue Period will open one Working Day prior to the Bid/ Issue Opening Date.
(2) Our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Issue Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulation.
(3) UPI mandate end time and date shall be at 5:00 p.m. on Bid/Issue Closing Day

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE ISSUER COMPANY

We are engaged in the business of providing mechanised and automated parking solutions, delivering comprehensive turnkey services that integrate advanced parking technologies with the requisite supporting infrastructure for seamless end-to-end execution. Our product portfolio comprises a comprehensive range of automated parking systems customized to address space constraints and the specific requirements of the Indian market. Our key offerings include Fully Automated Robotic Parking Systems, powered by Sotefin SA's proprietary SILOMAT Shuttle and Dolly technology, designed for large-scale, high-capacity projects in congested urban areas; Puzzle Parking Systems suitable for compact residential and commercial developments; Tower Parking Systems (including Travel Tower, Pallet and Comb types) designed for high-density public and institutional facilities; and Stack Parking Systems for cost-effective residential use.

THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2018 ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACT (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME").

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVAILABLE IN ANY MANNER.

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated July 11, 2026 the above price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the ***"Basis for Issue Price"*** section beginning on page 133 of the Red Herring Prospectus vis-à-vis the weighted average cost of acquisition ("**WACA**") of primary and secondary transaction(s), as applicable

RISK TO INVESTORS
For details refer to section titled *"Risk Factors"* on page 23 of the RHP.

1. We leverage technology and source critical patented parking robot from Sotefin SA, Switzerland and have limited proprietary intellectual property. Any disruption in this supply arrangement could materially adversely affect our business, financial condition, results of operations, and prospects.
2. Our revenue from operations is highly concentrated, with our top ten customers contributing 91.77%, 84.85% and 87.30% for the financial years ended March 31, 2026, March 31, 2025, and March 31, 2024, respectively. Accordingly, our business is significantly dependent on a limited number of key customers, and any loss of, or reduction in orders from, such customers may adversely affect our business, results of operations and financial condition.
3. Our revenue is generated from projects undertaken with Government agencies. Such project / contracts is awarded on the basis of certain pre-qualification criteria and competitive selection process and are usually in a standard form, restricting our ability to negotiate the terms and conditions. Any change in the Government policies or focus and/or we are unable to recover payments in a timely manner, would adversely affect our business and result of operations.
4. We depend on third-party suppliers for raw materials and components, and any disruption in supply, price volatility, or quality issues could adversely affect our operations. Additionally, any latent defects in our products may increase our after-sales costs or result in losses due to product replacements or recalls.
5. We face risks related to project execution delays, and our contracts generally incorporate liquidated damages and penalty clauses which could result in significant liabilities if we fail to meet contractual timelines.
6. The successful installation and operation of our parking systems depend on clients fulfilling specific preparatory works and infrastructure requirements, and any delays or inadequacies in client-side responsibilities could adversely affect our project execution and revenue recognition.
7. We operate in a highly competitive and fragmented industry with low barriers to entry, and intense competition could result in pricing pressures, loss of market share, and reduced profitability.
8. Our Company experienced negative cash flows from operating activities during and the financial year ended March 31, 2026. Sustained negative cash flow could adversely impact our business, financial condition and results of operations.
9. Our execution track record and scale are limited compared to global players, which could affect our ability to compete for large, complex projects and expand internationally.
10. We have obtained ISO 9001:2015 certification; however, failure to maintain such certification may adversely affect our business.

Other Risks :

AVERAGE COST OF ACQUISITION OF PROMOTERS

The average cost of acquisition of subscription to Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Equity Shares held	Average Cost of Acquisition per equity share (₹)
1	Jignesh Pravinchandra Sanghavi	27,47,085	5.46
2	Pisa International Private Limited	27,47,085	0.91
3	Arup Choudhuri	Nil	Nil

Comparison with Listed Industry Peers

Our Company does not have any listed industry peers in India. Accordingly, it is not possible to provide an industry comparison in relation to our Company.

Return on Net Worth

Fiscal ended	RoNW(%)	Weight
Fiscal 2026	26.98%	3
Fiscal 2025	31.17%	2
Fiscal 2024	33.23%	1
Weighted Average	**29.42%**	

As certified by SK Patodia and Associates, Chartered Accountants pursuant to their certificate dated June 25, 2026.

Notes:

a. Return on Net Worth (%) = Net Profit after tax attributable to owner of the company, as restated of the company divided by Average Net worth as at the end of the year/period.
b. Average net worth means the average of the net worth of current and previous Financial year/Period. Net worth means the aggregate value of the paid-up share capital and reserve & Surplus (excluding revaluation reserve)
c. Weighted average is aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. {(RoNW x Weight) for each year} / {Total of weights}.

Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Red Herring Prospectus.

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹)	Cap Price is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price - Highest Price (in ₹)
Last one year	160	1.17	0-1100
Last eighteen months	8.29	22.56	0-1100
Last three years	22.26	8.40	0-1100

Weighted average cost of acquisition ("WACA")

1. **The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity/ convertible securities)**
   The details of the Equity Shares, excluding shares issued under ESOP and issuance of bonus shares, during the eighteen (18) months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more that 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction(s) and excluding ESOPs granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling thirty (30) days ("**Primary Issuance**") are as follows:
   NIL
2. **The price per share of our Company based on secondary sale/ acquisitions of shares (equity / convertible securities)**
   The details of secondary sale / acquisitions of Equity Shares or any convertible securities ("Security(ies)"), where the Promoter, members of the Promoter Group, or Shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of our Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the eighteen (18) months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of our Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling thirty (30) days are as follows:
   NIL
3. **Since there are no such transactions to report to under 7 and 8, the following are the details basis the last five primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoters, members of the Promoter Group, or Shareholder(s) having theright to nominate Director(s) on our Board, are a party to the transaction), not older than three years prior to the date of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of transactions:**
   Other than as disclosed below, there have been no primary or secondary transactions (secondary transactions where Promoters, members of the Promoter Group, or Shareholder(s) having the right to nominate Director(s) on our Board, are a party to the transaction), not older than three years prior to the date of the Red Herring Prospectus.

Sr No	Name of the allottee/ Transferee	Type of Transaction	Number of securities	Date of Allotment/ Transfer	Nature of Allotment/Transfer	Issue/Transfer price (in ₹)
1	Shraddha Tejas Sheth	Primary	25,003*	July 20, 2024	Rights Issue	100*
2	Sheetal Jignesh Sanghavi	Primary	31,250	November 11, 2025	Private Placement	160
	Weighted Average Cost of Acquisition					**133.33**

**Adjusted for bonus issue in the ratio of 1:10*
As certified by SK Patodia and Associates LLP, Independent Chartered Accountants pursuant to their certificate dated June 25, 2026.

4. **Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price**

Type of Transactions	WACA (in ₹)	Floor Price (₹178)	Cap Price (₹187)
Weighted average cost of acquisition for last 18 months for primary / new issue of shares (equity/ convertible securities), excluding shares issued under ESOP 2018 and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of certificate, where such issuance is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days	N/A^	N/A	N/A
Weighted average cost of acquisition for last 18 months for secondary sale / acquisition of shares equity/convertible securities), where our Promoters or Promoter Group entities or Selling Shareholders or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in our Board are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days	N/A^	N/A	N/A
Since both paragraphs 1 and 2 are not applicable, please see below			
Based on primary issuances, as per paragraph 3 above	133.33	1.34	1.40
Based on secondary transactions, as per paragraph 9 above	N/A^	N/A	N/A

As certified by SK Patodia and Associates LLP, Independent Chartered Accountants pursuant to their certificate dated June 25, 2026.
^ Since there is no primary/ new issue of shares or secondary sale / acquisition of shares in the last 18 months.

5. **Explanation for Cap Price being ₹187 price of weighted average cost of acquisition of primary issuance price / secondary transaction price of Equity Shares (set out above) along with our Company's key performance indicators and financial ratios for the Financial Years ended March 31, 2026, 2025 and 2024 in view of the external factors which may have influenced the pricing of the Issue:**
   1. We are engaged in the business of providing mechanised and automated parking solutions, and have built a proven, large-scale execution track record in this space. We have successfully completed 55+ projects and are currently executing 30+ more, reflecting strong delivery capability. Our diversified client base includes private developers like Hubtown Limited and Mesacon Spaces LLP, alongside reputed government bodies such as MCD, MCGM/BMC, CPWD, and MMRDA.
   2. We benefit from a long-standing association with Sotefin SA, Switzerland, a pioneer in automated parking technology since 1956, giving us access to proven Swiss engineering expertise and globally benchmarked designs. Our in-house team at our Bagnan, West Bengal facility adapts these technologies to suit Indian infrastructural, regulatory, and cost requirements. This blend of international expertise and local customization enables us to serve marquee clients such as Municipal Corporation of Greater Mumbai ("**MCGM/BMC**"), the Municipal Corporation of Delhi ("**MCD**"), And Mesacon Spaces LLP. This combination of Swiss reliability and Indian adaptability serves as a key competitive differentiator against both domestic and global players.
   3. Financial performance with improvement in revenue, profitability, and margins. Revenue from operations increased by 24.49% from ₹9,377.66 lakhs in Fiscal 2025 to ₹11,674.65 lakhs in Fiscal 2026. EBITDA grew by 61.58% from ₹1,846.24 lakhs to ₹2,983.15 lakhs, while EBITDA margin improved from 19.69% to 25.55%. Profit after tax increased by 53.60% from ₹1,130.79 lakhs to ₹1,736.86 lakhs, accompanied by an expansion in net profit margin from 12.06% to 14.88%, demonstrating enhanced operational efficiency and profitability.
   4. The Company is establishing a dedicated manufacturing facility in India to produce its robotic dolly system, currently sourced through import from Sotefin SA. This initiative aims to fully indigenize the manufacturing of critical components, thereby reducing import dependency and improving cost efficiencies. Localizing this capability is expected to strengthen supply chain resilience, improve delivery timelines, and create a scalable platform to support future growth across domestic and international markets. Upon completion, this positions the Company as the only end-to-end automated parking solutions provider in India with complete in-house manufacturing capabilities.
   5. We are extending our expertise beyond automated parking systems into adjacent segments such as automated storage retrieval system and container storage solutions, leveraging our existing capabilities in robotics, automation, and space optimization. This diversification is supported by rising demand for efficient warehousing, urban logistics, and smart mobility infrastructure. By entering these verticals, we aim to expand our addressable market and reduce reliance on a single product category.

The Issue Price of ₹[●] has been determined by our Company, in consultation with the BRLM, on the basis of the demand from investors for the Equity Shares issued through the Book-Building Process. Our Company, in consultation with the BRLM, is justified of the Issue Price in view of the above qualitative and quantitative parameters. Investors should read the abovementioned information along with ***"Risk Factors"***, ***"Our Business"*** and ***"Financial Information"*** on pages 23, 188 and 268 of the RHP, respectively to have a more informed view.

The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 23 or any other factors that may arise in the future and you may lose all or part of your investments.

TRACK RECORD OF THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue have handled nil public issues in the current financial year and 9 public issues in the preceding two financial years, out of which 1 issue closed below the issue price on the listing date.

Name of the BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO price on listing date
	Mainboard	SME	
Choice Capital Advisors Private Limited	4	5	1

Continued on next page...

...continued from previous page.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed /undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: There have been no transactions in the equity shares of the Company by the Promoters or members of the Promoter Group aggregating to 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company from the date of filing of the Draft Red Herring Prospectus till the date of this Pre-Issue and Price Band Advertisement.

PRE AND POST ISSUE SHAREHOLDING OF PROMOTER(S), MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP AND TOP 10 SHAREHOLDERS:

Sr. No.	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement			Post-Issue shareholding as at Allotment*			
	Shareholders	Number of Equity Shares*	Shareholding (in %)*	At the lower end of the price band (₹178)		At the upper end of the price band (₹187)	
				Number of Equity Shares*(2)	Shareholding (in %)*(2)	Number of Equity Shares*(2)	Shareholding (in %)*(2)
Promoters							
1	Pisa International Private Limited	27,47,085.00	20.56	27,47,085.00	15.13	27,47,085.00	15.13
2	Jignesh Pravinchandra Sanghavi	27,47,085.00	20.56	27,47,085.00	15.13	27,47,085.00	15.13
	Sub Total (A)	**54,94,170.00**	**41.12%**	**54,94,170.00**	**30.25%**	**54,94,170.00**	**30.25%**
Promoter Group (1)							
1	Proviron Technology SA	27,47,085.00	20.56%	27,47,085.00	15.13	27,47,085.00	15.13
2	Shraddha Tejas Sheth	25,003.00	0.19	25,003.00	0.14	25,003.00	0.14
3	Sheetal Jignesh Sanghavi	31,250.00	0.23	31,250.00	0.17	31,250.00	0.17
	Sub Total (B)	**28,03,338.00**	**20.98%**	**28,03,338.00**	**15.44%**	**28,03,338.00**	**15.44%**
Additional Top 10 Shareholders							
1	AMI TEJAS SHAH	6,24,340.00	4.67	6,24,340.00	3.44	6,24,340.00	3.44
2	HEENA RAKESH SHAH	6,24,340.00	4.67	6,24,340.00	3.44	6,24,340.00	3.44
3	SEJAL DIPAN SHAH	6,24,340.00	4.67	6,24,340.00	3.44	6,24,340.00	3.44
4	NIPA JAINENDRA SHAH	6,24,330.00	4.67	6,24,330.00	3.44	6,24,330.00	3.44
5	RITIKA NIKHIL JAISINGHANI	3,12,497.00	2.34	3,12,497.00	1.72	3,12,497.00	1.72
6	WEALTHWAVE CAPITAL FUND	1,94,443.00	1.46	1,94,443.00	1.07	1,94,443.00	1.07
7	AMIT HARESH DUHLANI	1,87,504.00	1.4	1,87,504.00	1.03	1,87,504.00	1.03
8	AJAY T JAISINGHANI	1,71,879.00	1.29	1,71,879.00	0.95	1,71,879.00	0.95
9	MANOJ J KAMDAR	1,25,004.00	0.94	1,25,004.00	0.69	1,25,004.00	0.69
10	SUDHANSHU SRIVASTAV	1,10,000.00	0.82	1,10,000.00	0.61	1,10,000.00	0.61
	Sub Total (C)	**35,98,677.00**	**26.94**	**35,98,677.00**	**19.82**	**35,98,677.00**	**19.82**
	Grand Total (A+B+C)	**1,18,96,185.00**	**89.04**	**1,18,96,185.00**	**65.51**	**1,18,96,185.00**	**65.51**

**Subject to completion of the issue and finalization of the Basis of Allotment.*

Notes:

1. The Promoter Group shareholders are Proviron Technology SA, Shraddha Tejas Sheth, Sheetal Jignesh Sanghavi.

2. Includes all options that have been exercised until the date of the Red Herring Prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisement until the date of the Prospectus.

Assuming full subscription in the issue, the post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final issue price and updated in the Prospectus, subject to finalization of the Basis of Allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment (if any such transfers occur prior to the date of the Prospectus, they will be updated in the shareholding pattern in the Prospectus).

*For further details, please refer to the chapter titled **"Capital Structure"** beginning on Page 86 of the Red Herring Prospectus.*

BASIS FOR ISSUE PRICE

The section titled ***"Basis for Issue Price"*** on page 133 of the Offer Document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM i.e. www.choiceindia.com for the ***"Basis for Issue Price"*** updated with the above price band. (You may scan the QR Code for accessing the website of Choice Capital Advisors Private Limited.)

AN INDICATIVE TIMETABLE IN RESPECT OF THE ISSUE IS SET OUT BELOW:

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors)

Bid/Issue Period (except the Bid/Issue Closing Date)	
Submission and revision of Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (Indian Standard Time ("**IST**")
Bid/Issue Closing Date*	
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For IIs, other than QIBs and Non-Institutional Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non- Retail, Non-Individual Applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and Non- Institutional Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST
Modification/ Revision/ Cancellation of Bids	
Upward Revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Investors categories#	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Issue Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Issue Closing Date
Upward or downward revision of Bids or cancellation of Bids by Individual Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST on Bid/ Issue Closing Date

** UPI mandate end time was at 5:00 p.m. on the Bid/ Issue Closing Date.*

 # QIBs and Non-Institutional Bidders could neither revise their bids downwards nor cancel/withdraw their Bids.

On the Bid/Issue Closing Date, the Bids shall be uploaded until:

(i) 4:00 p.m. IST in case of Bids by QIBs and Non-Institutional Bidders, and

(ii) until 5.00 p.m. IST or such extended time as permitted by the Stock Exchange, in case of Bids by Individual Investors.

The time for applying for Individual Investors on Bid/ Issue Closing Date maybe extended in consultation with the BRLM, RTA and SME Platform of BSE Limited taking into account the total number of applications received up to the closure of timings.

Bid/Issue Program

Event	Indicative Dates
Anchor Portion Issue Opening/ Closing Date	Wednesday, July 15, 2026[1]
Bid/ Issue Opening Date	Thursday, July 16, 2026
Bid/ Issue Closing Date	Monday, July 20, 2026[2 & 3]
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	Tuesday, July 21, 2026
Initiation of Allotment/ Refunds/ Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI Id Linked Bank Account* (T+2)	Wednesday, July 22,2026
Credit of Equity Shares to Demat Accounts of Allottees (T+2)	Wednesday, July 22,2026
Commencement of Trading of The Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	Thursday, July 23, 2026

Note

1. Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Issue Period shall be one Working Day prior to the Bid/Issue Opening Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations

2. Our Company in consultation with the BRLM, consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Issue Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations

3. UPI mandate end time and date shall be at 5.00 p.m. on Bid/Offer Closing Date

**In case of any delay in unblocking of amounts in the ASBA Accounts (including amounts blocked through the UPI Mechanism) exceeding three Working Days from the Bid/Offer Closing Date for cancelled / withdrawn / deleted ASBA Forms, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher from the date on which the request for cancellation/withdrawal/deletion is placed in the Stock Exchanges bidding platform until the date on which the amounts are unblocked; (ii) any blocking of multiple amounts for the same ASBA Form (for amounts blocked through the UPI Mechanism), the blocked funds other than the original application amount shall be instantly revoked and the Bidder shall be compensated at a uniform rate ₹100 per day or 15% per annum of the total cumulative blocked amount except the original application amount, whichever is higher from the date on which such multiple amounts were blocked till the date of actual unblock; (iii) any blocking of amounts more than the Bid Amount, the different amount (i.e., the blocked amount less the Bid Amount) shall be instantly revoked and the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹100 per day or 15% per annum of the difference in amount, whichever is higher from the date on which such excess amounts were blocked till the date of actual unblock; (iv) any delay in unblocking of nonallotted/ partially allotted Bids, exceeding three Working Days from the Bid/Offer Closing Date, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher for the entire duration of delay exceeding three Working Days from the Bid/Offer Closing Date by the intermediary responsible for causing such delay in unblocking. The BRLMs shall, in their sole discretion, identify and fix the liability on such intermediary or entity responsible for such delay in unblocking. The Bidder shall be compensated in the manner specified in the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021, as amended pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and circular no. SEBI/HO/CFD/TPD1/CIR/P/2023/140 dated August 9, 2023, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2022/75 dated May 30, 2022 and SEBI master circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/00094 dated June 21, 2023 in case of delays in resolving investor grievances in relation to blocking/unblocking of funds.*

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!	*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA.	Mandatory in Public Issues. No cheque will be accepted.

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to ₹500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, DPs & RTAs. UPI Bidders also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and the subsequent press releases, including press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Individual Investors in the Retail Portion. (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹5,00,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section ***"Issue Procedure"*** on page 338 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("**AIBI**") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. ICICI Bank Limited has been appointed as the Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Issue related queries, please contact the BRLM on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in. For Issue related grievance investors may contact: Choice Capital Advisors Private Limited - Nimisha Joshi/ Madhuri Mandhania (+91 22 6707 9999/7919) (Email: sbl.ipo@choiceindia.com).

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least 3 (three) additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of 1 (one) Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", the "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which of which 40% shall be reserved in the following manner (i) 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds and life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of IBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** on page 341 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should ensure that DP ID, PAN, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders'/Applicants' sole risk. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022,dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards to its objects: For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 238 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 418 of the Red Herring Prospectus.

Liability of members of the Company: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the Red Herring Prospectus, the Authorized Share Capital is ₹2,500.00 lakhs divided into 2,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. Issued, Subscribed & Paid-up Share Capital prior to the Issue ₹1,336.03 lakhs divided into 1,33,60,307 Equity Shares of ₹10/- each. For details of the Capital Structure, please refer ***"Capital Structure"*** on page 86 of the Red Herring Prospectus.

NAME OF THE SIGNATORIES TO MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our company, PISA International Private Limited 25,000 equity shares, Sotefin Patents SA 25,000 equity shares agreegation to 50,000 equity share of ₹10 each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see section titled ***"History and other Corporate Matters"*** on page 238 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the company see section titled ***"Capital Structure"*** on page 86 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**") in terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations as amended from time to time. Our Company has received 'in-principle' approval from BSE SME for the listing of Equity Shares pursuant to the letter dated March 27, 2026. For this Issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited ("**BSE SME**") A copy of the Red Herring Prospectus and Prospectus shall be filed with the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata in accordance under Section 26(4) and Section 32 of the Companies Act. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/Issue Closing Date, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 418 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI in terms of the Regulation 246 (5) of the SEBI ICDR Regulations, and the SEBI has not issued any observation on Issue Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire **"Disclaimer Clause of SEBI"** on page 313 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the contents of the Offer Document of the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of BSE on page 315 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the Issue including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of investors is invited to the section titled ***"Risk factors"*** on page 23 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Choice — The Joy of Earning **Choice Capital Advisors Private Limited** Sunil Patodia Tower, Plot No. 156-158 J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400099 **Telephone:** +91 22 6707 9999/7919; **E-mail Id:** sbl.ipo@choiceindia.com **Investor Grievance Id: investorgrievances_advisors@choiceindia.com** **Website:** www.choiceindia.com/merchant-investment-banking; **Contact Person:** Nimisha Joshi/ Madhuri Mandhania **SEBI Registration No.:** INM000011872; **CIN:** U65990MH2010PTC198262	**Bigshare Services Private Limited** **Address:** S6-2. 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India. **Tel No.:** 022-62638200; **Email:** ipo@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com; **Investor Grievance ID:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Babu Rapheal C.; **SEBI Registration No:** INR000001385	**Biswajit Das** **ACS No.: A69421** **Address:** 72/B, Barakhola, Kalikapur, Kolkata, West Bengal, 700099 **Telephone:** +91 82 8299 9547; **E-mail:** bdas@sotefinbharat.com **Website:** www.sotefinbharat.com Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre- Issue or post- Issue related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode etc.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application Forms can be obtained from the Registered Office of Company, SOTEFIN BHARAT LIMITED *(Formerly known as Sotefin Bharat Private Limited)*, Telephone No: +91 82 8299 9547; Registered Office of Book Running Lead Manager, Choice Capital Advisors Private Limited, Tel No.: +91 22 6707 9999 / 7919; Syndicate Member, Choice Equity Broking Private Limited, Tel No.: 022-67079999/867; and the selected location of sub syndicate members, Self Certified Syndicate Banks; Registered Brokers; Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Issue. Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchange and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus shall be available on the website of SEBI www.sebi.gov.in at the website of Stock Exchange at www.bsesme.com, the website of Book Running Lead Manager at www.choiceindia.com and the website of the Issuer Company at www.sotefinbharat.com.

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange at www.bsesme.com, the website of Book Running Lead Manager at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking and the website of the Issuer Company at www.sotefinbharat.com.

SYNDICATE MEMBER: Choice Equity Broking Private Limited.

ESCROW COLLECTION BANK, PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK, REFUND BANK AND SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Red Herring Prospectus and also please refer to the section titled ***"Issue Procedure"*** on page 341 of the Red Herring Prospectus.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus dated July 09, 2026.

For SOTEFIN BHARAT LIMITED *(Formerly known as Sotefin Bharat Private Limited)*
Sd/-
Arup Choudhuri
Chairman and Managing Director
DIN: 03491600

Date : July 11, 2026
Place : Kolkata, West Bengal

Disclaimer: SOTEFIN BHARAT LIMITED *(Formerly known as Sotefin Bharat Private Limited)* has filed a Red Herring Prospectus dated July 09, 2026 with the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. The Red Herring Prospectus shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking, the website of the BSE LIMITED i.e. www.bsesme.com and the website of the Issuer Company at www.sotefinbharat.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see ***"Risk Factors"*** on page 23 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares issued in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold outside the United States in offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those issue and sales occur. There will be no public issuing in the U.S.

KIRIN

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২২ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ আষাঢ়, ১৪৩৩

হাওড়ার শিবপুরে ট্রাম

হাওড়াবাসীর কাছে 'নস্টালজিয়া'র আরেক নাম 'শিবপুর ট্রাম ডিপো'র দুই ইঞ্জিনের ট্রাম'! ট্রাম মানেই টিং টিং টিং ঘন্টি। কাঠের চেয়ার আর খোলা জানালা। ছাদে আটকানো গোল খাঁচার মধ্যে ফ্যান লাগানো প্রথম শ্রেণী আর নাহলে ফ্যানবিহীন দ্বিতীয় শ্রেণী। তিলোত্তমার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে দুলকি চালে সে চলেছে গজ গমনে, সারা শহর যখন ব্যস্ততার তুঙ্গে তখন ট্রামের কিন্তু কোনো হেলদোল নেই। এই দৃশ্যের সাথে প্রায় আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু হাওড়া শিবপুর ট্রাম ডিপো! বর্তমান প্রজন্ম যে নামটিকে শুধু একটা বাস স্টপেজ হিসেবেই জানে। অনেকের মনে তো এমন প্রশ্নও এসেছে যে নাম ট্রাম ডিপো হলে ট্রামগুলো কই, আর লাইনগুলোই বা গেল কোথায়? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, হাওড়াতেও আলাদা করে ট্রাম রুট ছিল একসময়। জানা যায় যে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতার ট্রাম কোম্পানিকে ১৯০৭ সালে ট্রাম লাইন খোলার অনুমতি দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ- এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল ট্রাম লাইনটি। উত্তরের লাইন দুটির একটি ছিল হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে সালকিয়া বাঁধাঘাট রোড ও ঘুসুড়ি রোড পর্যন্ত। আর অন্যটি ছিল পূর্ব গোলাবাড়ি রোড পর্যন্ত। অন্যদিকে দক্ষিণের লাইনটি হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে বাকল্যান্ড ব্রিজের ওপর দিয়ে হাওড়া কোর্টের ও ময়দান এর দিক দিয়ে কেওড়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত। এটিই ছিল শিবপুরের লাইন আর তখন থেকেই এই স্টপেজের নাম হয় শিবপুর ট্রাম ডিপো। ৪০ নম্বর রুটের ট্রাম গুলো ছিল সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ ফ্যানবিহীন। একটিই কামরা আর দুদিকে ইঞ্জিন। কেন দু'দিকে ইঞ্জিনের ব্যবস্থা ছিল জানেন? কারণ ট্রাম ডিপোতে গাড়ি ঘোরানোর জায়গা ছিল না তাই দু'দিকে ছিল ড্রাইভার কেবিন। ড্রাইভার শুধু কেবিন পরিবর্তন করে নিতেন। তবে সময়ের দাবিতে সবকিছুই বদলে যায়। তেমনি ১৯৭০ সালের ২৫ অক্টোবর ট্রাম কোম্পানি বাঁধাঘাট লাইনের ট্রাম বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে ট্রাম কর্মচারীরা ধর্মঘটের ডাক দেন। প্রথমদিকে কোম্পানি তাদের দাবি মেনে ফের ট্রাম চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন বটে, তবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আর পাঁচটা আন্দোলনের মতোই মুছে ফেলা হয়। বন্ধ হয়ে যায় বাঁধাঘাট লাইন। এক বছর পরে ১৯৭১ সালে বাঁধাঘাটের মতো শিবপুরের ট্রামও উঠে যায়। ১৯৭২ সালে হাওড়া ট্রাম চিরতরে বিলীন হয়ে যায় রাজপথের গর্ভে, রয়ে যায় শুধু তার জনপ্রিয়তা! বর্তমানে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে পুরোদমে যান চলাচল শুরু হবার পর মানুষজন ডিপোর বদলে মন্দিরতলা দিয়ে যাতায়াত করেন। ধীরে ধীরে ট্রাম ডিপোর মর্যাদাও ক্ষীণ হয়ে যায়। শিবপুরের ট্রামলাইন তো উঠে গেছে কবেই, ট্রাম লাইনও ডুবে গেছে কংক্রিটের অতল গভীরে। অবশেষে স্মৃতির পাতায় রয়ে গেল হাওড়া ঐতিহ্যবাহী ট্রাম, রয়ে গেছে...স্মৃতির পাতায় হাওড়া ৪১ আর ৪২ নম্বর ট্রাম। কলকাতা ও হাওড়ার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিচ্ছি আমরাই। ব্রিটিশ সরকার করেছে আর আমরা ধ্বংস করছি

'টেনিদা' সৃষ্টি লেখক

'প্রথম দিন ক্লাশে এসে স্যর আমাকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা খাতা আনতে বললেন যা তাঁর নির্দিষ্ট লকার আছে সেখান থেকে। আমি ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজি। স্যরের লকারের সন্ধান পাই না। সকলের নামেই লকার রয়েছে, কেবল স্যরের লকারটি দেখা গেল না। আমি বিমর্ষ হয়ে ফিরে এসে সেকথা জানালাম স্যরকে। স্যর তো শুনে অবাক। সে কী, আমার লকারটাই খুঁজে পেলে না। তারপর ভেবে বললেন কী নাম দেখেছিলে? আমি বলি, কেন আপনার যা নাম, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। স্যর এবার হাসলেন। তার হাসি তো নয়, ভুবন মন মোহিনী। বললেন, দেখ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখা যে লকার সেটাই আমার।'-এই স্যরের ছদ্মনাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটা শুনিয়েছিলেন মাস্টারমশাই বরুণকুমার চক্রবর্তী। প্রকৃতই, সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তায় বাবা-মায়ের দেওয়া নামটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। একমাত্র ছাত্র-সহকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন টিএনজি স্যর। কথাকার, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, টেনিদার স্রষ্টা হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন, তেমন ছিলেন মাস্টারমশাই হিসেবেও। তাঁর শিক্ষক-জীবন শুরু ১৯৪২-এ, জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। তার পরে দীর্ঘকাল কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান। আমৃত্যু সেখানেই অধ্যাপনা করেছেন। অসামান্য বাচনভঙ্গি, কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার ক্ষমতা, দেশি-বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তাঁকে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। শিক্ষক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে মুগ্ধতার উল্লেখ রয়েছে তাঁর নানা কৃতী ছাত্রের কথায়। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত অনার্স ও এমএ, দু'ক্ষেত্রেই নারায়ণবাবুর ছাত্র ছিলেন। অনার্স পড়েছেন সিটি কলেজে। এমএ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি জানাচ্ছেন, 'হলফ করে বলছি, যারা নারায়ণবাবুকে ক্লাশ নিতে দেখেন নি, তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না যে একজন শিক্ষকের জনপ্রিয়তা কোনখানে পৌঁছতে পারে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন তো দূরের কথা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও তাঁর ক্লাশে হামলে পড়ত। দশ বা এগারো নম্বর ঘরের করিডোর দিয়ে মাছি গলতে পেতো না।' নারায়ণবাবুর একদা ছাত্র লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর মাস্টারমশাইয়ের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির কথা শুনিয়েছেন। লেখক সুনীল লিখেছেন, 'কলেজ ছাড়ার পাঁচ ছ'বছর বাদে ওর সঙ্গে এক জায়গায় দেখা। আমার দৃঢ় ধারণা, উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। মাত্র বছর দেড়েক ওঁর ছাত্র ছিলুম। আমাকে চিনতে পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বলছি উনি চিনতে পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে বিশ্ব মানবাবাদের প্রচার করতে হবে। তবেই মানুষ সঠিক পথে চলবে। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত ওওয়ার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজকে রক্ষা করতে গেলে সেবা করতে গেলে প্রয়োজন মানবিকতা। সেই মানবিকতাকে তৈরি করতে হবে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বললেন, মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতা শক্তির পুজারি হচ্ছে বেদ বেদান্ত। এ সময়ে বেদ পড়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল মহিলাদের। কিন্তু বেদ পড়ার সবার অধিকার রয়েছে।পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই ধী শক্তি লাভ করা সম্ভব। আসলে আমরা ধী শক্তিকে অভ্যস্ত নই। ধী শক্তি না থাকলে সংগ্রাম করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিপদে ধী শক্তি থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। এই ধী শক্তি লাভ হয় মাতৃশক্তির মধ্যে দিয়ে। মা সারদা দেবী বলেন, মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের ওপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। মাতা সন্তানদের লালন পালন করে জীবন অতিবাহিত করেন। মা তাঁর সর্ব শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্ম ঠাকুর বাড়িতে সানাই সুর শোনা যেত না

অভিজিৎ ব্যানার্জি

ঠাকুরবাড়ির চেনাশোনা গল্পগুলিকে ভাবনার কেন্দ্র থেকে আলোয় স্থাপন করি। কথার আল্পনা দিতে দিতে দেখি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি যেন আবার গমগম করে ওঠে। ইতিহাস অন্ধকারের তোরঙ্গ থেকে বাইরে এসে বসে পুরোনো ঘ্রাণ নিয়েই। শহর কলকাতা বাবরি চুলে, সোনার চশমায় আবার নবীণ হয়। ছন্দে ভুল হলে উদাস হয়ে যান রবীন্দ্রনাথ! আজ বলি, রবীন্দ্রনাথ আর মৃণালিনীর দাম্পত্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বিনয় করে যতই বলুন, 'আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই'; আমরা বিশ্বাস করব না। গল্প তো রয়েই যায়। অতীতের চৌকাঠ পেরোলেই জীবনের গল্প বুনতে থাকে কেউ। আবার ভবিষ্যৎ ইচ্ছেমতো গালগপ্পো তৈরি করে অতীত জীবনের সেপিয়া রঙের ছবিগুলোকে এমনি ধূসর করে দেয় যে আসল কাহিনি অধরাই থেকে যায়। ঠাকুরবাড়ির কাছের মানুষদের স্মৃতিচারণাকে সম্বল করে অল্পকথায় তৈরি করি, বিশ্বকবির দাম্পত্যের কথকতা।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল ১২৯০ সালের ২৪ অঘ্রাণ। ঠাকুরবাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী। আশীর্বাদ ও পাকাদেখার সময় ঠাকুরবাড়ি থেকে নানা খেলনা, কাপড় জামা আর মিষ্টি গিয়েছিল। কনের জন্য কেনা হয়েছিল তিরিশ টাকার বেনারসি জোড় ও সত্তরটাকার চেলি। পাত্রী যশোরের ফুলতলি গ্রামের এগারো বছরের লাজুক গ্রাম্যবালিকা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ। বিয়ে করতে কোথাও রবীন্দ্রনাথ যাবেন না, ঠাকুরবাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে; এমনই শর্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের। বাঙালি অবাঙালি অনেক মেয়ে দেখার পর দক্ষিণ ডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর শ্যামলা মেয়েটিকেই সকলের পছন্দ হল। মেয়ে দেখতে নাকি জোড়াসাঁকো থেকে বিরাট এক দল গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আইবুড়ো ভাত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের পিসিমার ঘরে। তারপর এল সেই প্রতীক্ষিত বিয়ের দিন। জমকালো কাশ্মিরী শাল গায়ে দিয়ে নিজের বাড়ির পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবি ঠাকুর বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে। পিঁড়ির উপর দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথকে, কালো জড়িদার বেনারসি পরে বরণ করে নিয়েছিলেন কাদম্বরীদেবীর এক আত্মীয়া, সবাই যাঁকে ডাকতেন 'বড়ো গাঙ্গুলির স্ত্রী' বলে। তারপর সাতপাক, মালাবদল, সম্প্রদানের পর বাসরঘরে স্ত্রী আচার শুরু হল যখন, রবীন্দ্রনাথ বেশ রসিকতা করেছিলেন। ভাঁড়ের খেলার সময় সব ভাঁড় উল্টে দিতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটোকাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বিস্ময় প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জানো না কাকিমা, সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে; কাজে কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।' তারপরেই নিজের বাসরে নিজেই গান শুরু করলেন, 'আ-মরি লাবণ্যময়ী / কে ও স্থির সৌদামিনী, / পূর্ণিমা- জোছনা দিয়ে / মার্জিত বদনখানি।' নববধূর দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই গান গাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভবতারিণী সেই কাণ্ড দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো। হেমলতা ঠাকুরের স্মৃতিচারণায় রবি ঠাকুরের বিয়ের এমন ছবিই আঁকা আছে।

তারপর শুরু হল কবির দাম্পত্যজীবন। বিশ্বকবির সংসার তো আর পাঁচজন মানুষের মতো সাধারণ হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীর দাম্পত্য অবশ্যই বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু সেই দাম্পত্যে সম্পর্কের মাধুর্য ছিল। নির্ভরতা আর সম্মানে বিনিসুতোর মালায় গাঁথা ছিল। টুকরো টুকরো স্মৃতির কোলাজে এক সুন্দর ছবিই তো চোখে ভেসে ওঠে। সহধর্মিণী বলতে যা বোঝায়, মৃণালিনীদেবী ঠিক তাই ছিলেন। অমন প্রতিভাবান কবির পত্নী হওয়ার জন্য ঠিক যেমন ব্যক্তিত্বময়ী হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তেমনটাই ছিলেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'মৃণালিনী'। কথায় যশুরে টান থাকায় প্রথমদিকে কারো সঙ্গে কথাই বলতেন না মৃণালিনী দেবী। নীপময়ীদেবীর কাছে ঠাকুরবাড়ির আদবকায়দা, বাচনভঙ্গির ঘরোয়া তালিম পেয়েছিলেন। লোরেটো হাউসে পড়তেও গিয়েছিলেন মৃণালিনী। জ্ঞানদানন্দিনীর তত্ত্বাবধানে চলছিল মৃণালিনীর আধুনিকা হওয়ার শিক্ষা। লোরেটোর ইংরেজি, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা, পিয়ানো, সংগীত; সব চর্চাই করেছিলেন মৃণালিনী। কিন্তু নিজের সহজাত কোমল আটপৌরে ভঙ্গীটি একইরকম করে রেখে দিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে। এইখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। অথচ, বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতে রীতিমতো দখল ছিল তাঁর। রূপকথা সংগ্রহের কাজ করেছিলেন তিনি। অবন ঠাকুর ক্ষীরের পুতুলের লৌকিক কাহিনি মৃণালিনীদেবীর কাছ থেকেই শুনেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি'-তে গল্পকথক মৃণালিনীদেবীর ছবি ধরা আছে। চিঠি লিখতেন খুব সুন্দর করে। সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুবালাকে লিখেছিলেন, ' তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে আর খবর দাওনি পাছে আমি খুব হিংসে করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্যন্ত 'কুন্তলীন' মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাসবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু, আমার বড়ো অভিমান হয়েছে, না হয় আমাদের একটি সুন্দরী নাতনি হয়েছে, তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়।' রামায়ণের অনুবাদের কাজও করেছিলেন মৃণালিনী। মহাভারত, মনু সংহিতার কিছু শ্লোকের অনুবাদও। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ওই অনুবাদের খাতাখানা খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃণালিনীর অভিনয় দক্ষতাও ছিল প্রশংসনীয়। 'রাজা ও রাণী' নাটকে নথ নেড়ে, ঝাঁটা ঘুরিয়ে তাঁর নারায়ণীর ভূমিকায় অভিনয় বেশ প্রশংসনীয় হয়েছিল। কিন্তু মৃণালিনী এইসব কাজে ততটা উৎসাহী ছিলেন না, যতটা উৎসাহী ছিলেন সাংসারিক দায়িত্ব বিষয়ে। মৃদু কোমল ব্যক্তিত্বে সকলের মন জয় করেছিলেন মৃণালিনী। সকলে তাঁর কথা শুনতেন, ভালো বাসতেন। সকলকে সাজাতেন, কিন্তু নিজে সাজতেন না। বলতেন, বড়ো বড়ো ভাশুরপো ভাগনেরা চারিদিকে ঘুরছে; আমি আবার সাজবো কী? একবার সকলের অনুরোধে কানে দুটো ঝোলানো দুল, বীরবৌলি পরেছিলেন। কিন্তু সেইসময় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হওয়ায় দুই হাত চাপা দিয়ে বীরবৌলি লুকিয়ে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাধারণ জীবনচর্যাই পছন্দ করতেন। হেমলতা ঠাকুরের স্মৃতিচারণায় বাসন্তী রঙের লাল পাড় শাড়িতে লাবণ্যময়ী মৃণালিনীর ছবি আঁকা আছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন মৃণালিনীর দিকে চেয়ে গান করেছিলেন; 'হৃদয় কাননে ফুল ফোটাও/ আধ নয়নে সখী চাও।' ভবতারিণী ততদিনে রবি ঠাকুরের মনে স্বর্ণসিংহাসনটিতে এসে বসেছেন। চিঠির পাতায় গভীর আবেগে কবি তাঁকে লিখছেন, 'ভাই ছুটি'! অতীতের আঁধার থেকে যেকটি টুকরো সংলাপ আমরা খুঁজে পাই, সেখানে দাম্পত্যপ্রেমের কোনো ঘাটতি চোখে পড়ে না। রবিঠাকুরের খামখেয়ালি জীবন তখন আগলে রেখেছিলেন মৃণালিনী। অসাধারণ রান্না করতেন কবিপত্নী। মিষ্টি তৈরি করতে পারতেন অনেকরকম। মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই, চিঁড়ের পুলি যারা খেয়েছে, সকলেই মনে রেখেছে। কবির আজব ফরমাশে হিমসিম খেয়ে যেতেন মৃণালিনী। খামখেয়ালি সভা বসবে বাড়িতে, রবি ঠাকুর ফরমাশ করলেন, প্রতিটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, মামুলি কিছু করলে হবে না। মৃণালিনী তাই করলেন। কারণ ওই ফরমাশে পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্ব ছিল না। শিশুর মতো আবদার ছিল। মৃণালিনীকে রাগাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন শিখিয়ে দিলুম।' মৃণালিনী ছদ্মকোপে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই তো আছ সকল বিষয়ে।' ঠিক রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার কবিপত্নী যেমন বলেছিলেন, 'কথার কখনো ঘটেনি অভাব/ যখনই চেয়েছি, পেয়েছি জবাব/ একবার ওগো বাক্যনবাব চলো দেখি কথা শুনে।'

মৃণালিনীর সংসার মাঝে মাঝেই কবির খেয়ালে জায়গা বদল করতো। পাঁচ সন্তান নিয়ে জোড়াসাঁকো, শিলাইদহ, শান্তি নিকেতনে ঘুরে ঘুরে চলেছে কবি ও কবি পত্নীর ঘরকন্না। সন্তানদের দামী জামাকাপড় পরাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ জীবনচর্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

মান্না দে'র শেষ জীবন ছিল সাজাহানের মতো বন্দি দশা

রেণু হালদার

'কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম।' মান্না দে'র এই গানটি শুনলে এখন মনটা ভরাক্রান্ত হয়ে উঠে। কিংবা তাঁর আর একটি বিখ্যাত গান ' তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি'। এই সব গানগুলি বলা যেতে পারে মান্না দে মনের গভীর থেকে গেয়েছেন।

মান্না দে-র গাওয়া বা তৈরি প্রায় একশো গানে মিউজিক অ্যারেঞ্জার হিসেবে কাজ করেছেন শান্তনু বসু। প্রয়োজনে গিয়েছেন তাঁর বেঙ্গালুরুর ডেরায়। পিতৃসম প্রবাদপুরুষের শেষ জীবনের মর্মান্তিক সব অভিজ্ঞতা কাছ থেকে দেখার পর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ওই রকম নিথর করে দেওয়া খবরের মধ্যে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে টিভির সামনের ছবিটা! দেখছি একটা শাটার ফেলা গেটের সামনে পদ্মভূষণ মান্না দে-কে শোয়ানো। শবদেহকে ঘিরে তাঁর কন্যা আর জনাপাঁচেক দক্ষিণ ভারতীয় (টেলিভিশনে তাই মনে হয়েছে)। মাঝে মাঝে কয়েক জন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

দেখলাম সামান্য কিছু ফুলে সজ্জিত প্রবাদপ্রতিম মানুষটার দেহ ঢেকে দেওয়া হল পাল্কির মতো একটা ঢাকনা দিয়ে। গাড়ি এগিয়ে চলল হিব্বাল শ্মশানে। ম্যাড়মেড়ে সেই শেষ যাত্রায় সঙ্গী বলতে বাড়ির দুই বাঙালি বাদ দিয়ে দুশো থেকে পাঁচশো দক্ষিণ ভারতীয় মান্না-অনুরাগী। কোথায় বলিউড, কোথায় টলিউড, কোথায় ভারতবাসী, কোথায় বাঙালি! এই ভাবে সমাপ্তি? এটা কি ঠিক হল? দেশে-বিদেশে আজও যাঁর কোটি কোটি মুগ্ধ শ্রোতা, সেই মান্না দা-র কি এটা প্রাপ্য ছিল? এ তো এক জাতীয় ক্ষতি। কোন আদালত এর বিচার করবে?

মান্নাদা মারা যাওয়ার পর, বহু বিশিষ্ট মানুষ শোকগাথা লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন। সেখানে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া আমার মতো সামান্য সঙ্গীতকর্মীর কাছে ধৃষ্টতা। একই সঙ্গে আমার একেবারে নিজের বাবার মতো কাছের মানুষটাকে শেষ দিকে যে অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেটাও না-জানিয়ে পারছি না।

ইহকালে ওঁর একটা দুঃখ থেকেই গেল। শেষ অ্যালবামটা যে আর উনি এত চেষ্টাতেও করে উঠতে পারলেন না। সেই প্রকল্পের আমিও ছিলাম এক ভাগীদার। তাই এই অসম্পূর্ণতা আমাকেও বাকি জীবনে ঠোকরাবে।

সুলোচনা আন্টি তখন মারা গিয়েছেন সদ্য ক'দিন হল। একদিন মান্নাদা ফোন করে আমায় বললেন, সুলুকে উৎসর্গ করে কয়েকটা গান করব ঠিক করেছি। তোমার হেল্প চাই। আমি বললাম, কী বলছেন! এ আমার পরম সৌভাগ্য। বলুন আমি কী করতে পারি। তার পর উনি যা বললেন, তাতে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা!

দেখো, এই সময় আমার গান তো খরচা করে কেউ করবে না। তুমি আমাকে বলো, আমি যদি আটটা গান করি, কত খরচ হতে পারে? আমি কোনও জবাব দিতে পারিনি কিছুক্ষণ। আমার নিস্তব্ধতা ভেঙে ছিল মান্নাদার ডাকে, আছ লাইনে, না কেটে গেল? আছি দাদা। আরে জবাব তো দাও। কী বলব দাদা, আপনি মান্না দে। আপনি পয়সা খরচ করে অ্যালবাম করবেন বলছেন! তো, তাতে কী হয়েছে? এটা কি আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব? এই, এই তোমাদের টিপিক্যাল বাঙালি মেন্টালিটির কথা। আমি আমার স্ত্রী-কে ডেডিকেট করে গান করব। কার দায় পড়েছে যে খরচ করে তারা কাজটা করবে? আজকের যুগ হল, ফেলো কড়ি মাখো তেল। আজকের দিনে সেন্টিমেন্টের কোনও ভ্যালু নেই।

চুপ করে শুনে আমি বললাম, আমায় কয়েকটা দিন সময় দিন। আমি দেখছি। এর পরের প্রসঙ্গ বেশ দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক। সে সব না হয় পরে বলা যাবে। এ সবের মধ্যেই একদিন নিছক আড্ডা মারতে গিয়ে ছিলাম একটা ক্যাসেট কোম্পানির কর্ণধার মহুয়া লাহিড়ির অফিসে। কথাপ্রসঙ্গে মান্নাদার প্রসঙ্গটা জানাতেই ও বলেছিল, আমরা করব। মান্না দা-র ব্যাপার। তুমি এগিয়ে যাও। চলে গেলাম বেঙ্গালুরু। কথামতো হোটেলে পৌঁছে ফোন করলাম মান্নাদাকে। দু'চার কথার পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাল তুমি কখন আসবে? একটু অবাক হয়ে বললাম, দাদা, আমি তো আজই আপনার সঙ্গে গান নিয়ে বসব বলেই দুপুরে চলে এলাম। আমি যদি সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ যাই। একটু ইতস্তত হয়ে মান্নাদা জবাব দিলেন, তআজ তো চুমু (ছোট মেয়ে সুমিতা) কাজে চলে যাবে। তুমি কাল এসো। কাউকে লাগবে না দাদা। আমি আর আপনি হলেই তো হবে। আমরা তো গান নিয়ে বসব। অসুবিধে আছে, অসুবিধে। চুপ করে রয়েছি। এ বার মান্নাদা নিজেই অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমাকে তো তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে ও কাজে চলে যায়। আবার রাতে বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ ওরা আসে। এর মাঝে কেউ এলে ঘরে ঢুকতে পারবে না। তাই তোমায় বলছি। আজ বাদ দাও। কাল এসো।

গতিশীল সুইসদের হারল কৌশলী মেসির দল

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বকাপে সুইৎজারল্যাণ্ডের সঙ্গে ফুটবল নিয়ে লড়াই করতে এসে দেখা গেল যে আর্জেন্টিনা বেশ চাপে ছিল। সুইৎজারল্যাণ্ডের লক্ষ্যই ছিল তাদের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করে আক্রমণ করে আর্জেন্টিনাকে পরাস্ত করা। কিন্তু সেটা হল না। ভাগ্য আর্জেন্টিনার পক্ষে সায় দিল। ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সময় যে ভালো যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারা গেল মিশরের সঙ্গে খেলতে নেমে। ম্যাচে হেরে যাওয়ার মূহূর্ত থেকে কীভাবে দলকে জেতাতে হয় সেই কৌশল আর্জেন্টিনা বুঝে গিয়েছিল। সেই একই পদ্ধতিতে সুইৎজারল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিল মেসিরা। ফলে সুইৎজালর্যাণ্ডকে পরাস্ত করে ২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উপস্থিত আর্জেন্টিনা। ১০ জনের সুইৎজার ল্যান্ডকে ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে ৩-১ ব্যবধানে হারালেন লিয়োনেল অধিনায়ক মেসি। আর্জেন্টিনা-সুইৎজারল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালে ছিল কৌশলের লড়াই। সুইসদের গতিশীল ফুটবলের জবাবে মেসিরা বার বার চেষ্টা করলেন খেলার গতি কমিয়ে দিয়ে জবাব দিতে। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার খেলা দর্শকদের মনকে বরাতে পারলো না। এবারে আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। তিনি মাঠ লাইনে দাঁড়িয়ে দলের খেলোয়াড়দের খেলার ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছিলেন যা আগে কখনও দেখতে পাওয়া যায়নি। বরাবরই কোচ স্কালোনি চুপ করে খেলা দেখতেন। এবারে সুইৎজার ল্যাণ্ডের সঙ্গে আর্জেন্টিনা খেলতে নামার পর তিনি বেশ উত্তেজিত ছিলেন। যেভাবে সুইৎ খেলোয়াড়রা আর্জেন্টিনাকে ঘিরে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে যে কোনও সময়ে আর্জেন্টিনার গোল খেয়ে যেত। কিন্তু গোল পোস্ট লক্ষ্য করে বলকে শট করতে পারেনি সুইস খেলোয়াড়েরা। ফলে সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে আর্জেনিন্টনা সেটাকে কব্জায় লাগিয়েছে। আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা সুযোগ পেলেই তাকে

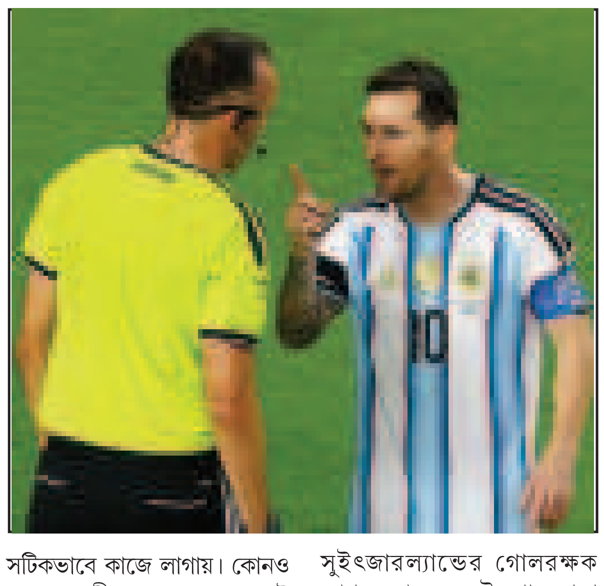

সটিকভাবে কাজে লাগায়। কোনও রকম লক্ষ্যহীন হয় না। গোল পোস্ট লক্ষ্য করে বলকে নিক্ষেফ করতে পটু আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা। এবারে কিন্তু কোট স্কালোনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। ফলে দেখা গিয়েছে তিনি মাঠে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে তুলে বদলি খেলোয়াড় দিয়েছেন। টানা দু'টি বিশ্ব কাপের সেমিফাইনালে মেসিরা উপস্থিত হলেন। শুরুতে গতিশীল ফুটবল খেললেও সুইৎজারল্যান্ডকে সমস্যায় ফেলল ফিনিশিংয়ের টাচে। আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগকে চাপে ফেলেও আসল কাজটাই করতে পারলেন না জাকা, এমবোলোরা। সুইৎজারল্যান্ডে প্রায় গোটা দল উঠে-নেমে খেলল। আট-ন'জন মিলে যেমন রক্ষণ সামলালো, তেমনই ছ'-সাত জন মিলে আক্রমণে উঠল। বলের কাছাকাছি নীল-সাদা জার্সির থেকে লাল জার্সিই দেখা গিয়েছে বেশি। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণও সুইসদের দখলেই ছিল অধিকাংশ সময়।

আর্জেন্টিনা মূলত পেশাদার পার্সেন্টেজ ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে। ম্যাচের ১০ মিনিটে মেসির কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে দলকে এগিয়ে দেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। তাঁর নিখুঁত এবং হেডের নাগাল পাননি সুইৎজারল্যান্ডের গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেল। এই গোল ছাড়া প্রথমার্ধে দু'এক বার গোল করার কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছোতে পেরেছে আর্জেন্টিনা। বরং সুইৎজারল্যান্ডকে অনেক বেশি ইতিবাচক দেখিয়েছে গোটা ম্যাচেই। বল দখলে রাখার চেষ্টা করেছে, দ্রুত আক্রমণে উঠেছে বা রক্ষণে লোক বাড়িয়েছে। মাঝ মাঠ নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিজেদের মধ্যে পাস খেলার চেষ্টা করেছে। আর্জেন্টাইন রক্ষণকে উপরে টেনে এনে ভাঙার চেষ্টা করেছে। প্রতিপক্ষের বক্সে বেশ কয়েক বার বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তা-ও অ্যাটাকিং থার্ডের দুর্বলতায় আটকে গিয়েছে।

সুইৎজারল্যান্ডের দুই স্ট্রাইকার ড্যান এনদোয়ে, ব্রিল এমবোলোর গতি বেশ সমস্যায় ফেলেছে লিয়োনেল স্কালোনির দলকে। ফ্রান্স, স্পেন বা ইংল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে এই ফুটবল খেলে ম্যাচ বের করা কঠিন হবে আর্জেন্টিনার পক্ষে। সুইসদের আক্রমণের চাপে যে কোনও সময় আর্জেন্টিনার ডিফেন্স ভেঙে পড়তে পারে মনে হচ্ছিল। ঠিক তাই হল ৬৭ মিনিটে। গোল করে দিলেন এনদোয়ে। রিকার্ডো রদ্রিগেজের সাথে চমৎকার ওয়ান-টু পাস খেলে বক্সে ঢুকে পড়েন। মাথা ঠান্ডা রেখে মার্তিনেজকে পরাস্ত করে বল জড়িয়ে দেন জালে।

সমতা ফেরানোর পর সুইৎজারল্যান্ডের ফুটবলারেরা যখন আক্রমণের গতি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন, তখনই সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেললেন এমবোলো! প্লে অ্যাকটিং করে মাঠে ছিটকে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করলেন। তাঁর নাটক ধরে ফেলল 'ভার'। হলুদ কার্ড দেখালেন রেফারি। আগেই একটি ফাউলের জন্য হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। ফলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হল এমবোলোকে। এই লাল কার্ডে বিতর্কের জায়গা নেই। দলের অন্যতম প্রধান স্ট্রাইকারকে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় সুইৎজারল্যান্ড। ৭২ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় তাদের।

এমবোলে মাঠ ছাড়ার পর কৌশল বদলায় সুইৎজারল্যান্ড। বলা ভাল, বদলাতে বাধ্য হয়। পুরো রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। সুযোগ কাজে লাগিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ান মেসিরা। সুইসেরাও বাড়তি পরিশ্রম করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কোনও কোনও সময় দেখে বোঝাই যায়নি, তারা এক জন কম নিয়ে খেলছে! এই সময় মেসি একাই এক জোড়া গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। সংযুক্ত সময়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া লিয়োর ডান পায়ের শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। এক বার দলের প্রায় নিশ্চিত পতন রোখেন কোবেল। তবে আর্জেন্টিনীয়দের শট মারার জায়গা প্রায় দিচ্ছিলেনই না সুইৎজার ল্যান্ডের ফুটবলারেরা। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

আর্জেন্টিনা ঃ ৩ (অ্যালিস্টার, আলভারেজ, মার্তিনেজ)

সুইৎজারল্যান্ড ঃ ১ (এনদোয়ে)

বাংলার রস সাহিত্যিক

শঙ্করলাল কর্মকার

ক্ষিতিমোহনের রসবোধ নিয়েই কথা হবে। মানুষটা কেমন, সেটা যাচাই করার জন্য শান্তিনিকেতনে প্রশ্ন করা হতো, 'লোকটা রসিকতা বোঝে তো? হাসতে জানে তো?' রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রসের রাজা। ক্ষিতিমোহন ছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ভবন, অর্থাৎ স্কুলের শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পরে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হন। বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্য হিসেবে আশ্রম পরিচালনা করেন। ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্যেন সেনের কাকা।

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা থেকে জানা যায়, বিশ্বভারতীতে কয়েক জনকে চেনার জন্য কয়েকটি শব্দ চালু হয়ে গিয়েছিল। চিত্রে নন্দ লাল। সংগীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন। কথায় কথায় 'পান' করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ক্ষিতিমোহনের। ক্ষিতিমোহনের বংশগত পেশা ছিল কবিরাজি। যদি কেউ প্রশ্ন করতেন, 'অধ্যাপনার পাশাপাশি আপনি তো কবিরাজিও করতে পারেন!'

ক্ষিতিমোহন উত্তর দিতেন, 'কবিরাজি করার ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু কবি রাজি হলেন না!' মানে রবীন্দ্রনাথ রাজি নন, সেটা জানিয়ে দিলেন। মুকুল দে ছিলেন নামী শিল্পী। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, 'মুকুল ভালো হইব কী কইরা? মুকুলের মূলের মাঝখানেই যে 'কু'। ক্ষিতিমোহনের স্ত্রীর নাম ছিল কিরণবালা সেন। কিন্তু সবাই তাঁকে ঠানদি বলে ডাকতেন। কেন তাঁর নাম ঠানদি হলো? ক্ষিতিমোহন

এককালে নাটকে ঠাকুরদার অভিনয় করেছিলেন, তাই অবধারিতভাবেই তাঁর স্ত্রী ঠানদি; এই ছিল ক্ষিতিমোহনের উত্তর। ক্ষিতিমোহন তো হৃষ্টপুষ্ট, ঠানদি কেন রোগাপটকা? এই কথার উত্তরে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন, 'বাইরে রোগা, ভিতরে দা-রোগা'। এমন রসবোধ যাঁর তাঁরই তো রসিকতায় সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া উচিত।

বাংলায় রস সাহিত্যে কবি লেখকদের অভাব নেই। দেখতে পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও রস সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত রস সাহিত্য ভাণ্ডার ছিলেন। জঙ্গিপুরের দাদা ঠাকুর তো রস সাহিত্যের মৌচাক। তিনি বহু রস সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

ছাঁকনি বালির বিরুদ্ধে অভিযান ভূমি রাজস্ব দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান ও বাঁকুড়া, ১২ জুলাইঃ মঙ্গলকোট থানার পুরাতনহাট এলাকার নবগ্রাম মৌজায় অজয় নদে মেশিন বসিয়ে সাকশন করে বালি তোলার কারবার চলছিল কিছুদিন ধরেই। লম্বা পাইপ বসিয়ে নদীর গভীর থেকে বালি তুলে এনে তা একটি ছাঁকনির মাধ্যমে ফেলা হয়। সেই ছাঁকনি জল থেকে বালিকে আলাদা করে দেয়। বালি মাফিয়ারা এ ভাবেই অজয় থেকে বালি তুলে বিক্রি করছে। নদীতে মেশিন বসিয়ে এ ভাবে বালি তোলা মাইনস ও মিনারেল অ্যাক্টে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এ ভাবে তোলা বালির দাম বাজারে অনেক বেশি পাওয়া যায়। জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা বিষয়টি জানার পরে গত শুক্রবার সকালে কাউকে কিছু না-জানিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই পুরাতনহাট এলাকার নবগ্রাম মৌজায় অজয় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালান। মঙ্গলকোট ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরাও ছিলেন অভিযানে। পুলিশকে নিয়ে এলাকা থেকে দুটি নৌকোয় রাখা বালি তোলার জন্য ব্যবহৃত মেশিন, লোহার পাইপ ও বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়। মঙ্গলকোটের ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রণবেশ প্রামাণিক ঘটনার কথা জানিয়ে মঙ্গলকোট থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, অনেক জায়গায় নতুন করে এখন নদী থেকে সাকশন করে বালি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এটা বেআইনি। এর বিরুদ্ধে আইনে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ করার বিধান আছে। এই ক্ষেত্রেও আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই কাজের সঙ্গে যদি কোনও লিজ পাওয়া ইজারাদার জড়িত থাকেন, তা হলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মঙ্গলকোট থানা বাজেয়াপ্ত হওয়া সমস্ত জিনিস আটক করেছে। এই কারবারে কারা জড়িত, তার সন্ধানে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সহযোগিতায় তদন্ত শুরু করেছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। এ দিকে, বালির মাত্রাতিরিক্ত দাম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হলেন বাঁকুড়ার শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। শনিবার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, 'বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে সব বিধায়কের উপস্থিতিতে বালিঘাটে লোডিং-সহ এক ট্রলি বালির মূল্য ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে সাধারণ মানুষ ন্যায্য মূল্যে বালি পান। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বর্তমানে এক ট্রলি বালির জন্য ৫০০০ থেকে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। এমনকী যেখানে বালি ঘাটের চালানের মূল্য ১২০০ টাকা, সেখানে প্রায় ১৮০০ টাকা, ৩০০০ টাকা বা তারও বেশি দামে চালান বিক্রির অভিযোগও সামনে আসছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের বাড়িঘর নির্মাণ ও অন্য নির্মাণ কাজে চরম অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, কিছু অসাধু ব্যক্তি এই বেআইনি চক্রের সঙ্গে জড়িত থেকে সাধারণ মানুষকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।' পদ্ম-বিধায়ক আরও লেখেন, 'আমি জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে আইনানুগ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছি।'

গভীর খনি থেকে উদ্ধার যুবতীর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১২ জুলাইঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর থানার অন্তর্গত ইসিএলের বনজেমারী ওপেন কাস্ট প্রজেক্টের (ওসিপি) খনি থেকে এক যুবতীর পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার। দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। রবিবার সকালে খনির ভেতরের একটি পাথরের খাঁজে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবরটি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। পরে পোশাক দেখে মৃতদেহটি শনাক্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবতীর নাম পূর্ণিমা বাউরি (২৬)। তিনি সালানপুরের শিবদাসপুরের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পূর্ণিমা মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। গত রবিবার ৫ জুলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন তিনি। তারপর আর ফেরেননি। এই নিয়ে সালানপুর থানায় সোমবার একটি নিখোঁজের ডায়েরিও করা হয়েছিল। অবশেষে নিখোঁজ হওয়ার এক সপ্তাহ পর আজ খনি থেকে তাঁর দেহ মিলল। খবর পেয়ে সালানপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গভীর খনি থেকে দেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উন্নয়নের দাবিতে গণস্বাক্ষর কীর্ণাহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কীর্ণাহার, ১২ জুলাইঃ তৃণমূল সরকারের জমানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরাতে বার বার আবেদন করেছিলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, তাও কোনও উন্নতি হয়নি। এ বার তাই বীরভূমের কীর্ণাহার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থার উন্নতিতে গণস্বাক্ষর অভিযানে নামলেন এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টার ভেঙে পড়েছে। অন্য ভবনের ছাদ চুঁইয়ে পড়ে জল। নেই প্রাচীরও! দিনের বেলায় অবাধে চড়ে বেড়াচ্ছে গোরু-ছাগল। স্থানীয়দের দাবি, রাতে এই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া হয়ে ওঠে। অতীতে এর পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে পথে নেমেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি এবং এবং পাঁচ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। এখন এক জন স্থায়ী এবং এক জন চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক আছেন। যাঁরা সপ্তাহে তিন দিন ডিউটি করেন। পাঁচ জন নার্স ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রয়েছেন তিন জন। নেই ফার্মাসিস্ট, নাইটগার্ড। সকাল ৭টায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খোলে, সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ইন্ডোরে রোগী ভর্তি নিলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থায়িত্বের মেয়াদ মাত্র ১২ ঘণ্টা! তার মধ্যে রোগী সুস্থ হলে ভালো, না হলে রেফার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রোগীর পরিজনদের। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ২৫-৩০টি গ্রামের মানুষের নির্ভরস্থল। গ্রামবাসী মল্লিকা কর্মকার, পরেশ বৈরাগ্যরা বলেন, ''স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ভরসা করতে পারি না। চিকিৎসার জন্য ২০-২৫ কিমি দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটতে হয়।'' বিক্রম সিংহ, শুভদীপ মেটেরা দাবি

নাগরিক কমিটি। লাভের লাভ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের মতে, বছর ১৫ আগেও ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী এবং পরিজনদের ভিড়ে সারাদিন সরগরম থাকত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তি রাখা হতো এবং তাঁদের খাবার দেওয়া হতো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিজস্ব ক্যান্টিন থেকে। সেই পাট দীর্ঘদিন উঠে গিয়েছে। অথচ ২০০৬-এ 'মাতৃমঙ্গল' প্রকল্পে স্বাভাবিক প্রসবে রাজ্যে প্রথম স্থান পেয়েছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। তখন পুরোদমে অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে সব পরিষেবা পাওয়া যেত। এলাকাবাসী তাই একে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বদলে বলতেন 'হাসপাতার'। এখনও সেই খেতাবটি রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ১০ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ রয়েছেন তিন জন চিকিৎসক, পাঁচ জন নার্স, এক জন ফার্মাসিস্ট করে বলেন, ''তৃণমূলের আমলে সরকারের তদারকির অভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশা কাটেনি। তাই আমরা এর উন্নতিতে জনস্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'' স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি বলেন, ''আমরা এর দুর্দশা কাটাতে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। পরিকাঠামোগত কিছু কাজও হয়েছে, তবে শেষ হয়নি। আশা করব, বর্তমান সরকার বাকি কাজ সম্পূর্ণ করবে।'' স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল বলেন, ''শুধু কীর্ণাহারেই নয়, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষের পরিষেবার ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম। দলগত ভাবে আমরাও সরকারের কাছে এর হাল ফেরানোর দাবি জানাব।''

চোলাইয়ের রমরমা, প্রতিবাদ করায় তিন মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ জুলাইঃ চোলাই মদ তৈরির প্রতিবাদ করায় তিন মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে। দাসপুর থানার আরিট গ্রামের ঘটনা। রবিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আহত তিন মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রান্তরা দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। রবিবার সকালে ওই তিন মহিলা এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়ে অন্য পাড়ার কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ তাঁদের পথ আটকায়। প্রথমে বচসা এবং পরে প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করা হয়। আক্রান্ত মহিলাদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে এলাকায় চোলাই মদের ব্যবসার বিরুদ্ধে তাঁরা সরব হয়েছিলেন। গ্রামের বেশ কয়েকজন সচেতন বাসিন্দাকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগও জানানো হয়। তাঁদের দাবি, এই প্রতিবাদের কারণেই কিছু লোক তাঁদের আক্রমণ করেছে। হামলার ঘটনার পরেই দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দাসপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, আরিট গ্রামে যে মারধরের ঘটনা ঘটেছে তাতে দু'পক্ষই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ করেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

মমতার হাতে কোনও ক্ষমতা ছিল না!

ঋতব্রত-শিবিরে যোগ দিয়েই বিস্ফোরক রবীন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১২ জুলাইঃ দল বদলেছেন। নতুন শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বও পেয়েছেন। কিন্তু প্রথম বড় দাবি, গত কয়েক বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছিল না। বরং দলের রাশ চলে গিয়েছিল

রাজনৈতিক বার্তাতেই যেন স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর রাজনৈতিক আবেগের কেন্দ্রবিন্দু এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই বার্তা দিতেই একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর অন্য এক গোষ্ঠীর হাতে। সেই কারণেই বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে, আর অনেক নেতা 'লুটেপুটে খেয়েছেন'। ঋতব্রত শিবিরের কোচবিহার জেলা সভাপতির দায়িত্ব ঘোষণার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কার্যত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তাঁর বক্তব্যে সরাসরি কারও নাম না থাকলেও রাজনৈতিক মহলের বড় অংশের মতে, ইঙ্গিত ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংগঠনিক বলয়ের দিকেই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''গত কয়েক বছরে সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এমন কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রভূত হয়েছিল, যাঁদের কর্মকাণ্ডে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'' তাঁর অভিযোগ, জেলার পর জেলা এমন নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং ব্যক্তিস্বার্থকে দলের উপরে স্থান দিয়েছেন। ফলে তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত দুর্বল হয়েছে। তবে সমালোচনার সুর যতই তীব্র হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ছিল আবেগ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ''যতদিন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী থাকবে, ততদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার নেত্রী থাকবেন।'' শুধু তাই নয়, তিনি আরও দাবি করেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরে গেলেই আমরা আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরে যাব।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, প্রবীণ নেতার এই একটি বাক্যই নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনাকে উসকে দিয়েছে। কারণ, এতে স্পষ্ট হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি মমতার নেতৃত্বে নয়, বরং দলের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কোচবিহারের অন্যতম মুখ। দীর্ঘ সময় তিনি জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন। কিন্তু, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক গ্রাফে ভাটা পড়তে শুরু করে। পরে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান হলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সেই পদও ছাড়তে হয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দল টিকিট না দেওয়ায় তিনি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন এবং নির্বাচনী প্রচারেও দেখা যায়নি তাঁকে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সেই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে দলের দূরত্ব বাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি তৃণমূল ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেন। আর নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম প্রকাশ্য বক্তব্যেই কার্যত তৃণমূলের সাম্প্রতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক পরিচালনাকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। একাংশের মতে, এটি কেবল ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তৃণমূলের অন্দরে বহুদিন ধরে জমে থাকা অসন্তোষেরই প্রতিধ্বনি। আবার অন্য একটি অংশের মতে, নতুন রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করতেই তিনি এই বার্তা দিতে চেয়েছেন। সব মিলিয়ে, কোচবিহার থেকে উঠে আসা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এই মন্তব্যে নতুন করে আলোচনায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ। তাঁর বক্তব্য ভবিষ্যতে রাজ্যের রাজনীতিতে আরও বড় প্রভাব ফেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বিডিএ-র মরা গাঙে জোয়ার, চার প্রকল্পে শুরু হচ্ছে কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৩ জুলাইঃ তৃণমূলের সময় থেকেই বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা বা বিডিএ-র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক দিকে নিজেদের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীকোন্দল, অন্য দিকে পাওয়া গিয়েছে। এই কাজের বিষয়ে ইতিমধ্যে বিডিএ-র পক্ষ থেকে টেন্ডার আহ্বানও করা হয়েছে। বিডিএ-র গত কয়েক বছরের খতিয়ান ঘাঁটলে দেখা যাবে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের শেষ

দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনার চরম অভাব, তার উপরে যুক্ত হয়েছিল সরকারি অর্থের টান। ফলে সব মিলিয়ে বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন থমকে ছিল দীর্ঘক্ষণ। তবে রাজ্যে পালাবদলের দু'মাস পরে এ বার একগুচ্ছ উন্নয়নের কাজ শুরু করতে চলেছে বিডিএ। এর মধ্যে কংক্রিটের রাস্তা, পাকা নর্দমা সমেত মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। এই চার প্রকল্পের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ২১২ টাকা। স্টেট ফান্ড থেকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে বিডিও সূত্রে খবর ছ'মাসে মাত্র দু'টি প্রকল্পের টেন্ডার ডেকেছিল এই সংস্থা। গত বছর তিনেক ধরেই কার্যত এক চরম ডামাডোল শুরু হয় বিডিএ-তে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত বছর কাকলি গুপ্ত তা-কে আচমকা সরিয়ে উজ্জ্বল প্রামাণিককে চেয়ারম্যান করেছিল তকালীন রাজ্য সরকার। আর কাকলিকে করা হয়েছিল ভাইস চেয়ারম্যান। কিন্তু তাতেও বিডিএ-র ভিতরের ডামাডোল মেটেনি। বরং ক্ষমতার অলিন্দে চলা সেই টানাপড়েনে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় বিডিএ-র সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ। গত বছর ১৭ ডিসেম্বর বিডিএ সর্বশেষ টেন্ডার ডেকেছিল উন্নয়নের কাজে। অর্থাৎ গত আর্থিক বছরের শেষ ছ'মাসে মাত্র দু'টি উন্নয়ন-কাজে হাত দিতে পেরেছিল বিডিএ। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে অন্যান্য সমস্ত সরকারি সংস্থার মতো বিডিএ-র পুরোনো বোর্ডও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়ালের নেতৃত্বে একটি নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের দু'মাসের মধ্যে এবং এই নতুন বোর্ড গঠনের মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই থমকে থাকা উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করছে বিডিএ। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক দফায় মোট চারটি বড় প্রকল্পের কাজে হাত দিচ্ছে বিডিএ। যার মধ্যে বর্ধমানের ঘোড়দৌড়চটির উদয়নে কংক্রিট রাস্তা ও নর্দমা তৈরির জন্য ৭৮ লক্ষ ১৮ হাজার ১৪৭ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শহরের তেজগঞ্জ এলাকায় ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৩১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে নতুন কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের জন্য। এ ছাড়া বর্ধমান-২ ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর-২ পঞ্চায়েতের নন্দন কান হ্যাচারি রোডে কংক্রিটের রাস্তা ও নর্দমা তৈরিতে ২২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি বর্ধমান-১ ব্লকের বেলকাশ পঞ্চায়েতের বাসুদেবপল্লিতে কংক্রিটের রাস্তা ও পাকা নর্দমা তৈরিতে ২৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৮৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে এই কাজগুলো সম্পন্ন করতে চাইছে বর্তমান বোর্ড।

বেহাল দশা রাস্তার, দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে গ্রামবাসীরাই নামলেন মেরামতের কাজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১২ জুলাইঃ বাম আমলেই রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়েছিল। তৃণমূল আমলের দেড় দশকে বারেবারে সেই রাস্তার হাল ফেরানোর আবেদন জানিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। অগত্যা যাতায়াতের ক্ষেত্রেও রাস্তা ছেড়ে আলপথে যাতায়াত করতে বাধ্য হতেন। রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা ফেরানোর দাবিতে বারেবারে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু গ্রামবাসীদের সেই কাতর আর্জি তৃণমূল আমলে

এবার গ্রামের মানুষই হাত লাগালেন রাস্তা মেরামতির কাজে। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের অন্যতম ব্লক রানিবাঁধ। সেই ব্লকেরই খেড়িয়াশায় গ্রামে বসবাস কমবেশি ৭০টি আদিবাসী পরিবারের। খেড়িয়াশায় গ্রাম থেকে রাজাকাটা শিব মন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তাই গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। তৃণমূল আমলের উন্নয়নের জোয়ারের একফোঁটা জলও পৌঁছয়নি খেড়িয়াশায় গ্রামের এই রাস্তায়। ফলে গত দেড় দশকে ধীরে ধীরে রাস্তার হাল আরও খারাপ হয়েছে। বর্তমানে রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল যে ওই রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বা অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত তো দুরস্ত, সাধারণ মানুষ সাইকেল নিয়ে পৌঁছয়নি জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারের কানে। হতাশ হয়ে বর্ষার মুখে এবার তাই নিজেরাই উদ্যোগ নিলেন রাস্তা সংস্কারে। নিজেদের উদ্যোগেই রাস্তায় বোল্ডার ও মাটি ফেলে কোনও রকমভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে নেমেছেন গ্রামের মানুষ। রাস্তাটির এমন বেহাল দশার জন্য তৃণমূলকে দূষেছে সিপিএম-কএ। তাদের দাবি ওই রাস্তা পাকা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল। টেন্ডারও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালির অত্যধিক দামের কারণে কাজ শুরু করা যায়নি। রাজ্যের মন্ত্রী তথা রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু অবশ্য রাস্তাটি দ্রুত পাকা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

শহরে 'বেঙ্গল রাইজিং ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৬'

পুলক চক্রবর্তী, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আর্থিকভাবে সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে স্কুল স্তর থেকেই আর্থিক সাক্ষরতা শেখানো উচিত। রবিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল রাইজিংঃ ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৬'-এ একথা বলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''আজকের যুগে আর্থিক শিক্ষা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত দেশ সাক্ষরতার ওপর মনোযোগ দিয়েছে, কিন্তু এখন সময় এসেছে ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক বিষয় নিয়ে শিক্ষিত করার।'' তিনি বলেন, ''শেয়ার বাজার কী, আইপিও কী, এসআইপি কী এবং কীভাবে বিনিয়োগ করতে হয়-এইসব মৌলিক বিষয় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জানা উচিত। তাই স্কুলের পাঠ্যক্রমে আর্থিক সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।'' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই ধারণাকে স্বাগত জানিয়েছেন 'স্কুল অফ ডে ট্রেডার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা, সেবি-নিবন্ধিত গবেষণা বিশ্লেষক এবং এই সম্মেলনের আয়োজক ভোলানাথ দাস।

সীমান্তে 'জিরো টলারেন্স'! গরুপাচার-অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গ্রামবাসীর দুয়ারে পুলিশ-বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১২ জুলাইঃ বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ, গরুপাচার এবং সীমান্তঘেঁষা এলাকায় বেআইনি কর্মকাণ্ড রুখতে আরও কড়া হচ্ছে নজরদারি । সেই লক্ষ্যেই শনিবার বিকেলে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ ও নোটাফেলা সীমান্ত এলাকায় যৌথ টহল চালাল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুধু টহলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি অভিযান। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনও করেন বাহিনীর সদস্যরা। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গ্রামবাসীদের স্পষ্ট বার্তা দেন, কোনওভাবেই অনুপ্রবেশ, গরুপাচার বা অন্য কোনও বেআইনি কাজে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহযোগিতা করা যাবে না। অপরিচিত বা সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তি, যানবাহন বা গতিবিধি নজরে এলেই দ্রুত পুলিশ অথবা বিএসএফকে জানাতে অনুরোধ করা হয়। নিরাপত্তা রক্ষায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই কথাই তুলে ধরেন কর্তব্যরত আধিকারিকেরা। দিয়ে অনুপ্রবেশ ও গরুপাচারের মতো অপরাধ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সেকারণেই এই সচেতনতার অভিযান শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের ফাঁককেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে পাচারচক্র। সীমান্ত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, যেসব এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া

কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় পাচারচক্র অনেক সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রলোভন দেখিয়ে বা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। ফলে গ্রামের মানুষকে সচেতন করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁদের কথায়, মানুষ সচেতন হলে সীমান্ত দাবি, তুফানগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত কোচবিহার জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ কিলোমিটার। এর অধিকাংশ অংশে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এখনও প্রায় ৫০ কিলোমিটার এলাকায় বেড়া নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। সেই নেই, সেগুলিই পাচারকারীদের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি স্পর্শকাতর। প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য জমি হস্তান্তরের কাজ কিছু ক্ষেত্রে গতি পেয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশ ও বিএসএফের মধ্যে সমন্বয়ও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। সেই সমন্বয়ের ফল হিসেবেই নিয়মিত যৌথ টহল, নজরদারি এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি। এ দিনের অভিযানে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারাও নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁদের মতে, শান্তিপূর্ণ ও অপরাধমুক্ত সীমান্ত গড়ে তুলতে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের যৌথ উদ্যোগই সবচেয়ে কার্যকর। দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন, ''অনুপ্রবেশ ও গরুপাচার বন্ধ করতে শুধু পুলিশ বা বিএসএফের পক্ষে সম্ভব নয়। সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষকেও এগিয়ে এসে সহযোগিতা করতে হবে। তাহলেই এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে।'' সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করতে আগামী দিনেও এ ধরনের যৌথ টহল এবং জনসচেতনতামূলক অভিযান নিয়মিত চালানো হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (C)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-05/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Supply and installation of One No. Glowsign Board for 1st Gate, Dewatering Pump Set and other allied works at Mominpur Drainage Pumping Station under BDPS;** Estimated Cost : **Rs. 1,96,634.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **07 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-08/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Servicing and replacement of worn-out component of auto resistance starter panel Unit No. 5 at JDPS Drainage Pumping Station under BDPS (S&D);** Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **27.07.2026 at 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 at 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (C)/Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/03/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Repairing of Uttaran areas IPS passage at Serpentine Lane and Fordyce Lane etc. at Ward No.- 50, Under BR.-V;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,78,532.75**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **25.07.2026 at 11 a.m.;** Date and time of opening of tender : **27.07.2026 - 11 a.m.;** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 - 5 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/12

Name of the Work: **Engagement of Electrical Night Gang for Emergency breakdown/ Disaster Prepardness of lighting system for avoid any type of accident and public safety Under BR.-VIII;** Estimated Cost : **Rs. 4,02,192.00**; Earnest Money: **Rs. 8,200.00**.; Period of Completion: **214 days.;** Last date and time of submission of bid: **21.07.2026 - 6 p.m.;** Bid opening date and time for technical proposal on : **21.07.2026 - 6.30 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **10.07.2026 - 6 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (L & E)/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : LTG/Z2/INST/LIFTAMC/2/25-26

Name of the Work: **Annual comprehensive maintenance for one number of levitar make 6 passenger (G+5) auto door lift at Roxy Hall KMC;** Estimated Cost : **Rs. 2,03,977.58**; Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **730 days.** Bid submission starting date and time: **15.07.2026 from 11 a.m.;** Last date and time of submission of bid: **23.07.2026 up to 11 a.m.;** Bid opening date and time for technical proposal : **23.07.2026 at 2 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2026 after 11 a.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

218/26-27

শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলা, জেলেই এমএ পরীক্ষা দেবেন আফতাব, পরীক্ষার জন্য পিছোল আদালতের শুনানি

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ দিল্লির বহুল আলোচিত শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলার অভিযুক্ত আফতাব আমিন পুনাওয়ালাকে ঘিরে ফের নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিহাড় জেলে বন্দি থাকা আফতাব এবার জেলে থেকেই স্নাতকোত্তর (এমএ) চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় দিতে চলেছেন। সেই কারণেই আদালতে নির্ধারিত মামলার সাক্ষ্য শুনানির দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। জানা গেছে, দিল্লি হাই কোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত ছিল আগামী ২০ জুলাই। তবে ওই দিনেই আফতাবের ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু)-র সমাজবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র রয়েছে। তাই সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। আফতাবের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি হরগুরবিন্দর সিংহ জাগ্গি বিষয়টি বিবেচনা করেন। আদালত জানায়, নির্ধারিত ২০ জুলাইয়ের পরিবর্তে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ হবে ২১ জুলাই দুপুর ২টায়। ওই দিন আফতাবকে সশরীরে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়াতেও উপস্থিত থাকতে পারবেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মে মাসে সংঘটিত শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ১৮ মে দিল্লির মেহেরৌলিতে লিভ-ইন সঙ্গী শ্রদ্ধা ওয়াকারকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন আফতাব পুনাওয়ালা। এরপর অপরাধের প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রদ্ধার দেহ প্রায় ৩৫টি টুকরো করেন। সেই দেহাংশ সংরক্ষণ করতে একটি ফ্রিজ ব্যবহার করা হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে আসে। পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে দিল্লির বিভিন্ন

এলাকায় দেহাংশ ফেলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাটি সামনে আসতেই দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তদন্তে উঠে আসে, আফতাব ও শ্রদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে ছিলেন এবং পরে একসঙ্গে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও শ্রদ্ধা নিজের পরিবার, চাকরি এবং শহর ছেড়ে আফতাবের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তদন্তে আরও প্রকাশ্যে আসে, সম্পর্কে থাকাকালীন শ্রদ্ধা একাধিকবার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ২০২০ সালে তিনি একটি বিস্তারিত লিখিত অভিযোগে আফতাবের বিরুদ্ধে মারধর ও প্রাণনাশের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি দাবি করেছিলেন, আফতাব তাঁকে নিয়মিত নির্যাতন করতেন এবং একসময় তাঁকে খুন করার হুমকিও দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও পরবর্তীতে তাঁদের সম্পর্ক অব্যাহত থাকে এবং তাঁরা একসঙ্গে বসবাস চালিয়ে যান। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রদ্ধার নিখোঁজ হওয়ার তদন্ত চলাকালীন পুলিশ আফতাবকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের ভিত্তিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসে। এরপর থেকেই তিহাড় জেলে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রয়েছেন তিনি। মামলার তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া এখনও চলমান এবং আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণের ধাপ অব্যাহত রয়েছে। এদিকে, জেলে বন্দি অবস্থাতেও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন আফতাব। ইগনু-র সমাজবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তরের ছাত্র হিসেবে তিনি চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। ১১ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত নির্ধারিত এই পরীক্ষার সূচির সঙ্গে আদালতের শুনানির দিন মিলে যাওয়ায় তিনি শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করায় আপাতত ২১ জুলাই নতুন করে শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলা এখনও দেশের অন্যতম আলোচিত অপরাধমূলক মামলা হিসেবে বিবেচিত। মামলার প্রতিটি অগ্রগতি জনমনে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। আগামী ২১ জুলাই আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণের পর মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট মহল ও সাধারণ মানুষের।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৬০তম গার্মেন্টস ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ কলকাতার সায়েন্স সিটিতে ২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে ১২ থেকে ১৪ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত আয়োজিত ৬০তম গার্মেন্টস ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও বি২বি এক্সপো-র মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পোশাক শিল্পে এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ৬১ বছর ধরে এই শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে আসা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ৬০তম গার্মেন্টস ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও বি২বি এক্সপো-তে ১০০০-এরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য তৈরি পোশাকের (রেডিমেড গার্মেন্টস) বিশাল সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে পাইকারি বাজারে এর মাধ্যমে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার বাণিজ্যিক লেনদেন হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাজ্যের অর্থনীতিতে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট কর্পোরেট সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতির মাধ্যমে, যা রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার তাৎপর্যকেই তুলে ধরে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শ্রী সমিক ভট্টাচার্য (রাজ্য সভাপতি, বিজেপি-পশ্চিমবঙ্গ ও সাংসদ, রাজ্যসভা) শ্রী তাপস রায় (মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) শ্রী উমেশ রাই (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পৌর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ) শ্রী রাজেন্দ্র সিং রাঠোর (রাজস্থান বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য)।

আমি গুগুাঞ্জণত্ত ত্ত্বত্মতত্ত্ব, ত্ত্ব ঙ্জ্বট্টত্মডড্জ্বগু ত্ত্বত্মতত্ত্ব গ্রাম সদাশিবপুর, পো কুরুমগ্রাম, থানা মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিংদা। আমার আসল নাম গুগুাঞ্জণত্ত ত্ত্বত্মতত্ত্ব, ত্ত্ব ঙ্জ্বট্টত্মডড্জ্বগু ত্ত্বত্মতত্ত্ব, যা আমার চক্কট্টঙগ.ঙ্ক এডমিড কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার আধার কার্ডে গুগুাঞ্জজ্বত্ত ত্ত্বত্মতত্ত্ব, ত্ত্ব ঙ্জ্বট্টত্মডড্জ্বগু ত্ত্বত্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ রয়েছে। রেশন কার্ডে গুগুজ্বঞ্জজ্বত্ত ত্ত্বত্মতত্ত্ব, ত্ত্ব ঙ্জ্বট্ট ঠ্মডড্জ্বগু ত্ত্বত্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোটার কার্ডে গ্বজ্বঞ্ঝত্মত্রজ্ব ত্ত্বত্মতত্ত্ব, চ গ্বজ্বঢাট্ট ত্ত্বত্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ

NAME CHANGE

I, Arshad Ali Mondal (old name) S/o- Abdul Gani Mandal residing at Kanaibagar, Kanaibagar, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-742121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ARSHAD ALI MONDAL to ERSHAD MONDAL and henceforth I shall be known as ERSHAD MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/07/2026. ARSHAD ALI MONDAL (old name) and ERSHAD MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BHAVINI R SHETH W/o RUPESH N SHETH resident of 115, Bakul Bagan Road, Kolkata-700025 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declare my actual and correct name is BHAVINI R SHETH as well as BHAVINI RUPESH SHETH,BHAVINI SHETH and BHAVINI KHARA D/o KANAK RAI KHARA which is recorded in various documents ,vide an affidavit no. 82096 sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Kolkata on 10/07/2026. BHAVINI R SHETH,BHAVINI RUPESH SHETH,BHAVINI SHETH and BHAVINI KHARA all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RUPESH N SHETH S/o NAVIN CHANDRA U SHETH resident of 115, Bakul Bagan Road, Kolkata-700025 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declare my actual and correct name is RUPESH N SHETH as well as RUPRESH NAVIN CHANDRA SHETH,RUPESH NAVIN CHANDRA SHETH and RUPESH SHETH which is recorded in various documents ,vide an affidavit no. 82095 sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Kolkata on 10/07/2026. RUPESH N SHETH,RUPRESH NAVIN CHANDRA SHETH,RUPESH NAVIN CHANDRA SHETH and RUPESH SHETH all are the same and one identical person.

আজই গড়ে তুলুন এমার্জেন্সি ফান্ড! বিপদের দিনে আর্থিক সুরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্র কীভাবে তৈরি করবেন?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জীবনে বিপদ কখনও দরজায় কড়া নেড়ে আসে না। চাকরি হারানো, ব্যবসায় মন্দা, হঠাৎ বড় অসুস্থতা, দুর্ঘটনা কিংবা পরিবারের কোনও জরুরি প্রয়োজন- যে কোনও সময়ই এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যখন হাতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে গোটা পরিবারের আর্থিক স্থিতি নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদি বিনিযোগের পাশাপাশি একটি শক্তিঃশালী এমার্জেন্সি ফান্ড গড়ে তোলা এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং আর্থিক পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান সময়ে বিনিয়োগ নিয়ে মানুষের আগ্রহ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব ও বিভিন্ন আর্থিক সচেতনতা কর্মসূচির ফলে এখন অনেকেই শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড বা অন্যান্য বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছেন। এর পিছনে রয়েছে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রার ব্যয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বাড়তি খরচ। শুধু সঞ্চয় করে এই সমস্ত ব্যয় সামলানো কঠিন হওয়ায় মানুষ এখন অর্থ বাড়ানোর পথ খুঁজছেন। তবে এই উসাহের মাঝেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক সময় উপেক্ষিত থেকে যায়- অপ্রত্যাশিত সংকটের জন্য আর্থিক প্রস্তুতি। অনেকেই বিনিয়োগ করেন ভবিষ্যতের লক্ষ্য পূরণের জন্য, কিন্তু জরুরি মুহূর্তে হাতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে সেই বিনিয়োগ ভাঙতে বাধ্য হন। এতে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এমার্জেন্সি ফান্ড?

ধরা যাক, হঠাৎ আপনার চাকরি চলে গেল অথবা ব্যবসায় বড় ধরনের ক্ষতি হল। মাসিক আয় বন্ধ হয়ে গেলেও বাড়িভাড়া, সন্তানের পড়াশোনা, বিদ্যুৎ বিল, ঋণের কিস্তি, নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ-সবই কিন্তু চলতে থাকবে। আবার পরিবারের কারও বড় অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও একসঙ্গে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যদি আগে থেকেই আলাদা করে একটি এমার্জেন্সি ফান্ড তৈরি থাকে, তাহলে আর্থিক চাপ অনেকটাই কমে যায়। শুধু অর্থের জোগান নয়, এই ফান্ড মানসিক স্বস্তিও দেয়। কারণ, জরুরি অবস্থায় কোথা থেকে টাকা আসবে, সেই উদ্বেগে পড়তে হয় না। কত টাকা রাখা উচিত? আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবারের মাসিক খরচের ভিত্তিতে অন্তত ছয় মাস থেকে এক বছরের সমপরিমাণ অর্থ এমার্জেন্সি ফান্ড হিসেবে রাখা উচিত। যদি আপনার আয়ের উস অনিশ্চিত হয়, যেমন ব্যবসা বা ফ্রিল্যান্সিং, তাহলে আরও বেশি অর্থ সংরক্ষণ করাই নিরাপদ। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছেন বা আয়ের বড় অংশ হারিয়েছেন। সেই সময় যাঁদের এমার্জেন্সি ফান্ড ছিল, তাঁরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্বস্তিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছিলেন। অথচ সেই অভিজ্ঞতার পরও অনেক পরিবার এখনও এই বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেননি। শুধু ফান্ড নয়, স্বাস্থ্য সুরক্ষাও জরুরি-অর্থনৈতিক সংকটের অন্যতম বড় কারণ চিকিৎসার ব্যয়। একটি বড় অসুস্থতা বা অস্ত্রোপচারের খরচ মুহূর্তের মধ্যে বহু বছরের সঞ্চয় শেষ করে দিতে পারে। তাই একটি ভালো মেডিক্লেম বা স্বাস্থ্যবিমা থাকা অত্যন্ত জরুরি। উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিমা থাকলে চিকিৎসার বড় অংশের খরচ বিমা সংস্থা বহন করে। ফলে পরিবারের আর্থিক স্থিতি বজায় থাকে এবং জরুরি সঞ্চয়ও অক্ষত থাকে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিমা এখন আর বিকল্প নয়, বরং অপরিহার্য। দুর্ঘটনা ও আয়ের সুরক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ-অনেক সময়. দুর্ঘটনার কারণে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারাতে পারেন। তখন চিকিৎসার পাশাপাশি নিয়মিত আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট ধরনের এই বিমা পরিবারকে আর্থিকভাবে টিকে থাকতে সহায়তা করে এবং আয়ের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করতে সাহায্য করে। জীবনবিমা কেন অপরিহার্য? পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তির অকালমৃত্যু একটি পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় আর্থিক ধাক্কা হতে পারে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ টার্ম লাইফ ইনস্যুরেন্স রাখা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণভাবে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, বার্ষিক আয়ের অন্তত ২০ থেকে ২৫ গুণ জীবনবিমার কভারেজ থাকা উচিত। এতে পরিবারের ভবিষ্য আর্থিক নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হয়। কীভাবে গড়ে তুলবেন এমার্জেন্সি ফান্ড?

১. আলাদা সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন-প্রতি মাসে বেতন বা আয় হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রাখুন। এটিকে নিয়মিত খরচের অংশ হিসেবে নয়, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা হিসেবে বিবেচনা করুন।

২. সঠিক বিনিযোগে মাধ্যম বেছে নিন-এমার্জেন্সি ফান্ড এমন জায়গায় রাখুন, যেখান থেকে প্রয়োজনে দ্রুত টাকা তোলা যায়। লিকুইড ফান্ড, আল্ট্রা শর্ট ডিউরেশন ফান্ড, মানি মার্কেট ফান্ড বা স্বল্পমেয়াদি ডেট ফান্ড এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিকল্প হতে পারে।

৩. সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য বিনিয়োগ করুন-এমন জায়গায় টাকা রাখুন, যেখানে প্রয়োজনে দ্রুত অর্থ তুলে নেওয়া সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের ফান্ডে সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায় কিছুটা বেশি রিটার্নও পাওয়া যায়। ৪. সময়ে সময়ে ফান্ডের পরিমাণ বাড়ান- বয়স, পারিবারিক দায়িত্ব, স্বাস্থ্য, আয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমার্জেন্সি ফান্ডের পরিমাণও বাড়ানো উচিত। বছরে অন্তত একবার নিজের আর্থিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করুন এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। আর্থিক পরিকল্পনার মূল ভিত্তি-একটি শক্তিঃশালী আর্থিক পরিকল্পনা শুধুমাত্র বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে না। এমার্জেন্সি ফান্ড, স্বাস্থ্যবিমা, দুর্ঘটনা বিমা এবং পর্যাপ্ত জীবনবিমা-এই চারটি স্তম্ভ একসঙ্গে একটি পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর মধ্যে কোনও একটি দুর্বল হলে পুরো পরিকল্পনাই ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজ থেকেই ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন। নিয়মিত সঞ্চয় করুন, জরুরি তহবিল তৈরি করুন এবং আর্থিক সুরক্ষাকে জীবনের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করুন। কারণ, বিপদ কখন আসবে তা কেউ জানে না, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুত থাকা সম্পূর্ণ আপনার হাতেই।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে সফল অপরাধ-বিরোধী অভিযান

মালিগাঁও, ১২ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমায় রেলওয়ের রেদওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ৭ ও ৮ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কয়েকটি সচল রভিযান চালিয়ে যাত্রীদের সুরক্ষা মজবুত ও তার অধীক্ষেয়ের অধীনে বেআইনি কার্যকলাপ মানের দক্ষো ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রেদওমে সুরক্ষার প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি বতন রেখে, আরপিএম কর্মীরা গভর্নমেন্ট রেলওয়ে খুদি। (ভিডারসি), ভাবগারি বিভাগ, শিশু কল্যাণ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য আইন-শৃখলা রক্ষাকারী সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে মাদক পাচার, মন চোরাচালান, চুরি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে ক্যাপক সাফল্য অর্জন করেদেন, পাশাণ শি তাঁরা। বিপর যন্ত্রীদের যথাসময়ে মানবিক সহায়তাও প্রদান করেছেন। অভিযানকালে, আরপিএফ টিম উত্তর-পূর্ব সীমায় রেলওয়ের আওতাধীন বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ৭.৬০ লক্ষ টাকা মূলোর ১৫ কেজিরও অধিক গাঁজা উদ্ধার করেছে। পৃথক-পৃথক কয়েকটি ঘটনায়, টেন ও রেলওয়ে চত্বর থেকে ২০ হাজার টাকারও অধিক মূলোর ১৮৫ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। এর সহখ বাতি গা।দিদের আটক করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় জাতি বেশ কয়েকজন অপরাধীকে গ্রেভহাজার মাধ্যমে আরপিওদ্ধ চুরি ও নামা অপরাধমূলক কার্যের বিরুদ্ধে অভিযান শক্তিশালী করেছে। এই অভিযানকালে, প্রায় ১.০৫ লক্ষ টাকা মূলোর সাতাটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সেগুলিকে গভর্নামেঃট রেলওয়ে খুলি।

পরিচালনগত উকর্ষের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দক্ষিণ পূর্ব রেলের প্রবৃদ্ধি

কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) পরিচালন ও পণ্য পরিবহনের (লোডিং) মূল সূচকগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। চলতি অর্থবছরের (২০২৬-২৭) প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) দক্ষিণ পূর্ব রেল মোট ৫৩.০৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৫১ বেশি। প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে প্রস্তুতকৃত ইস্পাত পরিবহনে সর্বোচ্চ ১৮.২২ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং আকরিক লৌহ পরিবহনের পরিমাণ ৩.৭০ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমসিএল থেকে কয়লা পরিবহনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ১৭.৬ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে দৈনিক গড়ে ১৮টি রেক পরিবহন করা হয়েছে। রাজস্বের ক্ষেত্রে, পণ্য পরিবহন থেকে অর্জিত আয় ৪,৫৩৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.১০ বেশি। কয়লা পরিবহন থেকে ১,৪২৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১.২ বেশি। প্রস্তুতকৃত ইস্পাত থেকে আয় হয়েছে ৮১০ কোটি টাকা, যা ১৩.১৯ বেশি। সার পরিবহনের মাধ্যমে ২৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে (৩.১৫ প্রবৃদ্ধি) এবং পিওএল বা পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন থেকে ৫২ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ ২৬.৩৯ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। অন্যান্য অর্জনসমূহ-ডিজেল ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বা উৎপাদনশীলতায় ১২.২৭ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। টার্মিনালে আটকে থাকার (ডিটেনশন) হার ১২.০২ হ্রাস পেয়েছে। ২৫-টন এক্সেল লোড বিশিষ্ট রেক ৪২০৬টি (১.০৮ প্রবৃদ্ধি)। গড় দৈনিক ওয়াগন লোডিং ৮৪০৪টি ওয়াগনদিন (১.০৮ প্রবৃদ্ধি)। ২৫-টন লোডিং ১৭.৬৯ মিলিয়ন টন (৪.৭৪ প্রবৃদ্ধি)।রেক খালাস বা রিলিজ ১৩৪.৩টি রেকদিন (৪.০৩ প্রবৃদ্ধি)।স্আলবাহী পরিবহনে শক্তিশালী পারফরম্যান্সের পাশাপাশি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে রেল পরিকাঠামো এবং যাত্রী পরিষেবা জোরদার করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। এই সময়কালে, নারায়ণগড়-ভদ্রক তৃতীয় লাইন প্রকল্পের আওতায় খানতাপাড়া ও সোরোর মধ্যবর্তী তৃতীয় লাইনের অংশটি (১৮ কিমি) ০২.০৬.২০২৬ তারিখে সফলভাবে চালু করা হয়েছে। ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৮২টি বিশেষ ট্রেন ২৮৯টি ট্রিপ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, নিয়মিত মেইলএক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে সাময়িকভাবে ২৫০টি অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা হয়েছিল, যা যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে এবং ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সহায়তা করেছে।

'সরকার ভাঙতে ২০-৩০ কোটি টাকার প্রস্তাব!' বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ওমর আবদুল্লার

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার বিস্ফোরক অভিযোগ। শনিবার শ্রীনগরে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে দলের কয়েকজন বিধায়ককে বিজেপির পক্ষ থেকে ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শুধু অর্থের প্রলোভনই নয়, মন্ত্রীপদ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলির একাংশ অভিযোগ করেছে, নির্বাচিত সরকারকে অস্থির করতে ' রাজনীতি' নতুন নয়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। শ্রীনগরের জনসভায় ওমর আবদুল্লা বলেন, সম্প্রতি তাঁর দলের এক বিধায়ক ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছেন যে বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে মোটা অঙ্কের আর্থিক প্রস্তাব দেওয়া. হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওই বিধায়ক তাঁকে জানিয়েছেন যে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সরকারকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকার প্রলোভন দেখানো হয়েছে। ওমর আবদুল্লার বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথমে অর্থ এবং মন্ত্রীপদের লোভ দেখিয়ে দলের বিধায়কদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। সেই প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় পরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাঁদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, বিধায়কদের বোঝানো হচ্ছে যে বিজেপির সঙ্গে এলে জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এগোবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, এই প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি বিজেপির নেতা হওয়ার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবেও পরিচিত। যদিও তিনি ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি। তাঁর অভিযোগ, আর্থিক প্রলোভনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়েও এনসি বিধায়কদের দলত্যাগে উসাহিত করার চেষ্টা চলছে।

তবে এই সমস্ত প্রচেষ্টা সফল হবে না বলেই আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেন, ন্যাশনাল কনফারেন্সের কোনও বিধায়ক অর্থের বিনিময়ে নিজেদের আদর্শ বা জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করবেন না। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ২০ কোটি টাকা তো দূরের কথা, ১০০ কোটি টাকা দিলেও আমাদের একজন বিধায়কও নিজের সততা বিক্রি করবেন না। আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের বিবেক এবং ঈশ্বরের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।এছাড়াও তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, তাঁর ধৈর্যকে দুর্বলতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত হবে না।

নাম পরিবর্তন

আমি Progoti Dutta, D/O Rajkumar Dutta গ্রামঃ সদাশিবপুর, পোঃ কুরুমগ্রাম, থানাঃমাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Progoti Dutta, D/O Rajkumar Dutta, যা আমার W.B.C.R.O.S. এডমিড কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার আধার কার্ডে Progati Dutta, D/O Rajkumar Dutta লিপিবদ্ধ রয়েছে। রেশন কার্ডে Pragati Dutta, D/O Raj kumar Dutta লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোটার কার্ডে Mahuya Dutta, W/O Manoj Dutta লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৩৪৮৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Progoti Dutta, D/O Rajkumar Dutta and Progati Dutta, D/O Rajkumar Dutta and Pragati Dutta, D/O Raj kumar Dutta and Mahuya Dutta, W/O Manoj Dutta এক এবং অভিন্ন।

NAME CHANGE

I AKSHAY KUMAR DAS, S/o MRITYUNJOY DAS, resident of 104/C KALI CHARAN GHOSH ROAD KOLKATA - 700050 do hereby declare that I have changed my name from AKSHAY KUMAR DAS to AKSHAY DAS and henceforth I shall be known as AKSHAY DAS in all Purpose, Vide affidavit stamp Paper no, 21AC-586040, Sworn before the Notary at kolkata no 11 JUL 2026 AKSHAY DAS and AKSHAY KUMAR DAS both are Same and one identical Person

NAME CHANGE

I, Sankar Sardar alias Sankar Sader alias Shankar Sarder (old name) S/o-Sudhir Sardar resident of Vill-Kola, PO-Bagdah, PS-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, Pin-743232 WB do hereby declare that I have changed my name from Sankar Sardar alias Sankar Sader alias Shankar Sarder (old name) to Shankar Sardar(new/correct name) and henceforth I shall be known as Shankar Sardar (new/correct name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 03/07/2026. Shankar Sardar, Sankar Sardar, Sankar Sader and Shankar Sarder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jaharul Hoque (Old name) S/o-Rahaman Sk, Resident at, Vill-Chandpur, Po-Bhattabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742149. I have changed my name Md Jaharul Hoque to Jahurul Hoque (New name) I shall be known as Jahurul Hoque vide affidavit no.22AC 898816 before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Jahurul Hoque & Md Jaharul Hoque same and one identical person.

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন!

গোরখপুর, ১২ জুলাইঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন! এই অঙ্গীকার অনুসারে, ইউপি সময়ে সময়ে নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, জল সংরক্ষণ এবং অন্যান্য পরিবেশগত কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায়, সদর দপ্তর, জিএ বিভাগের ইএনএইচএম শাখা ১২ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে অবস্থিত বিভিন্ন বাগানে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল- সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি করা এবং প্রকৃতির প্রতি সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। এই শুভ উপলক্ষে, চিফ রোলিং স্টক ইঞ্জিনিয়ারফ্রেইট, টিএস অ্যান্ড ডিএম, শ্রী অনিল কুমার, ইঞ্জিনিয়ার ইএনএইচএম, শ্রী অম্বরীশ প্রকাশ পান্ডে, চিফ রোলিং স্টক ইঞ্জিনিয়ারকোচি। চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারইএনএইচএম, ফ্রেইট, টিএস অ্যান্ড ডিএম, শ্রী মহেশ প্রতাপ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মচারীরা উৎসাহের সাথে বৃক্ষরোপণ করেন।

মায়ের নামে গাছ, সবুজে-ফুলে রাঙাতে প্রাক্তনীদের অনন্য উদ্যোগ

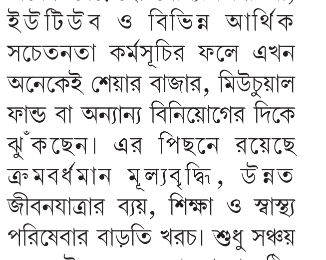

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামকে আরও বর্ণময় করে তুলতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল কুমুদ কুমারী প্রাক্তনী সংসদ। শুধু গাছ লাগানোই নয়, সেই গাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে স্মৃতি, আবেগ এবং ভালোবাসার বন্ধন। প্রাক্তনীদের অনেকেই তাঁদের মায়ের নামে ফুলের গাছ দান করেছেন। সেই উদ্যোগকে সামনে রেখেই শনিবার লোধাশুলি থেকে গাড়রো পর্যন্ত প্রায় ২০০টি হলুদ পলাশ গাছ লাগানোর কর্মসূচির সূচনা হল। এ দিন কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশনের সামনে একটি গাছ রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের এডিএফও অনুরাগ চৌধুরি, প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি চন্দন দে, সম্পাদক রামপ্রসাদ মাইতি-সহ সংগঠনের সদস্য ও প্রাক্তনীরা। প্রাক্তনী সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি দীর্ঘমেয়াদি এক সবুজায়ন কর্মসূচি। লোধাশুলি থেকে জামদা পর্যন্ত মোট ১,০০১টি ফুলের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাস্তার দু'ধারকে ভবিষ্যতে আরও মনোরম করে তুলতেই এই উদ্যোগ। শুধু হলুদ পলাশ নয়, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন এবং জারুল-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ রোপণ করা হবে। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রঙের ফুলে সেজে উঠবে এই পথ- এমনটাই আশা উদ্যোক্তাদের। এই কর্মসূচির অন্যতম বিশেষ দিক হল, প্রাক্তনীদের অনেকেই তাঁদের মায়ের স্মৃতিতে বা মায়ের নামে ১০ থেকে ১৪ ফুট উচ্চতার চারা দান করেছেন। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম উদ্যোক্তা সুদীপ্ত নায়েকের মা সবিতা নায়েক। তাঁর স্মৃতিতেই একটি জারুল গাছ রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। আগামী দিনে আরও বহু প্রাক্তনী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামেও গাছ লাগানো হবে বলে জানিয়েছে সংগঠন। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের কাছে সবুজের গুরুত্ব তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে স্মৃতিকে ধরে রেখে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আবেগের এক অনন্য যোগসূত্র তৈরি করাও এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। তাদের আশা, কয়েক বছরের মধ্যেই লোধাশুলি থেকে জামদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পথ রঙিন ফুলে ভরে উঠবে এবং ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যোগ হবে নতুন মাত্রা।

'সীমান্তে আর থাকবে না এক ইঞ্চিও

১-র পাতার পর-

প্রশাসনিক নথি অনুযায়ী, কোচবিহার জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমির প্রয়োজন হয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকে। শুধুমাত্র এই ব্লকেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রায় ১৪৮ একর জমি চেয়েছে বিএসএফ। এরপর রয়েছে দিনহাটা-২ ব্লক, যেখানে প্রায় ৫০ একর জমি প্রয়োজন বলে জানানো হয়েছে।এছাড়াও মাথাভাঙা এবং তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাতেও জমি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফের হাতে তুলে দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলির মধ্যে একটি। সীমান্তবর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, গবাদি পশু পাচার, মাদক ও জাল নোট পাচারের মতো বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ উঠে এসেছে। যদিও বিএসএফ নিয়মিত টহল, নজরদারি এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত পাহারা দেয়, তবুও যেখানে স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে নিরাপত্তা বজায় রাখা তুলনামূলকভাবে বেশি চ্যালেঞ্জিং। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ফলে- সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ কমবে। চোরাচালান রোধে সুবিধা হবে। বিএসএফের নজরদারি আরও কার্যকর হবে। সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বাড়বে। প্রযুক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও আরও সহজে কার্যকর করা যাবে। এখনও প্রায় ৫০ কিলোমিটার সীমান্ত খোলা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় এখনও প্রায় ৫০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় পূর্ণাঙ্গ কাঁটাতারের বেড়া নেই। এর একটি বড় অংশ নদীপথ হওয়ায় সেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে বেড়া নির্মাণ সম্ভব নয়। নদী পরিবর্তিত হওয়া, জলস্তর বৃদ্ধি এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই অংশগুলিতে বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে যে অংশগুলি স্থলভাগে অবস্থিত এবং এখনও খোলা রয়েছে, সেগুলিকে দ্রুত কাঁটাতারের আওতায় আনার জন্যই বর্তমান উদ্যোগ।

৫ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

১-র পাতার পর- ফেলতে পারে। শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব বজায় থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। দিনের বিভিন্ন সময়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। মঙ্গলবার ও বুধবার সাময়িকভাবে বৃষ্টি কমলেও বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। ফলে সপ্তাহের শেষভাগে মহানগরবাসীকে ছাতা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

উত্তরবঙ্গে রবিবার পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা বলব রয়েছে। এই পরিস্থিতি মঙ্গলবার পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে। অতিভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। কিছু নদীতে জল বিপদসীমার কাছাকাছি বা তার উপরে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়াবিদরা। নিচু এলাকায় জল জমা ও প্লাবনের আশঙ্কাও রয়েছে। তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমতে পারে। বৃহস্পতিবারও তুলনামূলকভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবুও পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ বা নদী সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

‘কোটি টাকা চাই না, ফিরিয়ে নিন টাকা’

থানায় ঢুকে ‘অদ্ভুত’ দাবি করে বসলেন মহিলা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ জুলাইঃ কোটি টাকা পেয়ে ঘুম উঠেছে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার কালিকাপুর গ্রামের শিরিফা খাতুনের। দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবারের এক সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্রায় ৭৬০ কোটি টাকা ঢুকে যাওয়াই এই টাকা নিয়ে তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যেই শিরিফা খাতুন লালগোলা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত, গতকালও উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা এবং ময়নাগুড়ি এলাকায় দুই মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় সাড়ে ৭০০ কোটি টাকা অদ্ভুতভাবে জমা হওয়ার খবর এসেছে। তবে দু’টি ক্ষেত্রেই ওই মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অন্নপূর্ণার ভান্ডার প্রকল্পের ভাতা পাওয়ার নথিভুক্ত করা রয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদের যে মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় সাড়ে ৭০০ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে তাঁর অ্যাকাউন্টটি অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য নথিভুক্ত নেই বলেই জানা গিয়েছে। শিরিফা খাতুন বলেন, ‘‘আমি একটি স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত রয়েছি। কয়েকদিন আগে আমার গোষ্ঠীর কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে বলে আমি জানতে পারি। শনিবার বিকেল নাগাদ ওই

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে গিয়ে আমি দেখতে পাই আমার অ্যাকাউন্টে প্রায় সাড়ে ৭০০ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা দিন আনি দিন খাই পরিবারের লোক। আমার স্বামী দিনমজুরির কাজ করেন। কোনওক্রমে সংসার চালাই আমরা। কোনওরকম অনৈতিক কাজের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কেউ যুক্ত নেই। তাও কীভাবে আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা ঢুকে গেল বুঝতে পারছি না।’’ শিরিফা বলেন, ‘‘ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য নেওয়ার পরই আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। স্বামীর পরামর্শ মত আমি লালগোলা থানার আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি। পুলিশকে আমি অনুরোধ করেছি আমার টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।’’ শিরিফার শাশুড়ি আছিয়া বিবি বলেন, ‘‘আমার সাত ছেলে, সবাই দিনমজুরের কাজ করে। আর্থিক অনটনের কারণে কোনও ছেলেই এখনও নিজের বাড়ি করতে পারেনি। আমার স্বামীরও কোনও জমি বাড়ি নেই। গতকাল হঠাৎই এক ছেলের স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটিকোটি টাকা এসে জমা হয়েছে। এই টাকা কে দিল, কোথা থেকে এল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। টাকার অভাবে আমার নাতিদের ঠিকভাবে চিকিৎসাও হয় না। তবুও ওই টাকা আমরা ব্যাঙ্ক থেকে তোলার চেষ্টাও করিনি। আমার বউমা ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনাটি লালগোলা থানার আধিকারিকদেরকে জানিয়েছেন।’’ লালগোলা থানার এক আধিকারিক বলেন, কালিকাপুরের ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁরা অবগত। ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি নিয়ে তাঁরা এক প্রস্থ খোঁজখবর করেছেন। ওই আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে আমরা ওই বেসরকারি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানতে পেরেছি সফটওয়্যারের কোনও ত্রুটির জন্য কিছু গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অদ্ভুতভাবে অতিরিক্ত টাকা জমা হয়ে যাচ্ছে। সফটওয়্যারের এই ত্রুটি তারা ঠিক করার চেষ্টা করছেন।

বারুইপুরের ঘটনার আরও বড় তদন্ত দাবি করলেন অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১২ জুলাইঃ বারুইপুরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন এবং তারপর গণ পিটুনিতে বছর পঁয়ত্রিশের ইন্দ্রজিৎ মন্ডল নামে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যুক্ত কাউকে ছাড়া হবে না, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই হুঁশিয়ারির পর প্রায় রোজই এই মামলায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) সদস্যদের হাতে গ্রেপ্তার হচ্ছেন একের পর এক ব্যক্তি। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী বেআইনি জমায়েত, অশান্তি বাধানো, সরকারি কর্মচারীকে কাজে বাধা দেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ নাগরিককে আঘাত করা, গণপ্রহারে কাউকে হত্যার মতো গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ জন ব্যক্তি সিটের সদস্যদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। রবিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী বারুইপুর কাণ্ডে আরও বড় তদন্তের দাবী তুললেন। আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘গোটা ২৪ পরগনা ‘বেল্ট’ এবং ওই এলাকা নারী পাচারের ঠেক। ‘নারী পাচারকারী জেলা’ হিসেবে একসময় ওই এলাকার কুখ্যাতি ছিল। নারী, মাদক পাচারের জাল ওখানে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে (পড়ুন নাবালিকা খুন এবং গণপ্রহারে মৃত্যু) সেটার সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। আমি চাই অপরাধীরা গ্রেপ্তার হোক কিন্তু অপরাধীর নামে যেন সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার না হয়।’’ অধীর চৌধুরী দাবি করেন, ‘‘আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি এই গোটা ঘটনার সঙ্গে নারী পাচার চক্রের সম্পর্ক রয়েছে।’’ অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ‘ঋতব্রত তৃণমূলে’ যোগদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘সাপুড়ের সাপের হাতেই মৃত্যু হয়। অপরাধের জননীর (পড়ুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) অপরাধীদের হাতে বিপদ বাড়ছে।’’ তবে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আজ ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল সাংসদ বিধায়কদেরও তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ‘‘সবাই ইডি, সিবিআই, পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওখানে যাচ্ছে। যতদিন তৃণমূলে থাকছে তাঁদেরকে ডিম ছোড়া হচ্ছে কিন্তু বিদ্রোহীতে গেলে তাঁদের ওমলেট খাওয়ানো হচ্ছে। যেকটা চোর ছোট্ঠা, বাটপার দেখেছে ডিম খাবো অথবা পুলিশের জালে ধরা পড়বো সব ‘মাল’কটা বিদ্রোহী তৃণমূলে নাম লিখিয়েছে। বকলমে বিজেপির হাত থেকে বাঁচার আশ্রয়স্থল করে নিয়েছে।’’ অন্যদিকে আগামীকাল থেকে রাজ্য জুড়ে লাঘু হতে চলা ‘গুন্ডা দমন আইন’ প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী আজ ফের একবার বলেন, ‘‘এই আইন বাংলায় চালু হতে দেওয়া হবে না।’’ তিনি বলেন, ‘‘গুন্ডা দমন আইন নিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট হবে। এটি একটি ‘ড্রেকোনিয়ান’ আইন।’’

রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চায়ের দোকানে বসেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন স্থানীয় বিধায়ক। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা মন দিয়ে শুনে সেগুলি নোট করেন তিনি। পাশাপাশি, যে কোনও প্রয়োজনে এক ডাকেই পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিধায়ক বলেন, মানুষের সমস্যা সমাধান করাই তাঁর অগ্রাধিকার।

ভারতে বাংলাদেশিদের রাখার জন্য তৃণমূল নেতা কী কী করেছিলেন জানলে চমকে যাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগদা, ১২ জুলাইঃ বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রবেশ। তারপর অন্য লোককে মা বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট বানিয়ে চলে যান

বিদেশেও। মদতদাতা আবার তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। বিষয়টি জানাজানি হতেই থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি কর্মীর। অসত্য অভিযোগ দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের রনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৯, ৪০ নম্বর পার্টের কামাল মণ্ডল, মাসুদ মণ্ডল, আজগর মণ্ডল ও ছাড়ারা তরফদার নামে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, রনঘাট গ্রাম তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা প্রাক্তন উপপ্রধান সম্রাট মণ্ডল এদের বাংলাদেশ থেকে এদেশে নিয়ে এসে বেভাবে ভোটার কার্ড ও পাসপোর্ট বানিয়ে অন্য দেশে কাজে পাঠিয়েছেন। এদের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসা সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবার জন্য বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি কর্মী সমর বিশ্বাস। বাগদা এক নাম্বার মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি দেবাকর তরফদার বলেন, ‘‘বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়ে এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে অবৈধভাবে ভোটার কার্ড ও পাসপোর্ট বানিয়ে দেশের বাইরে ও দেশের ভিতরেও কাজ করছেন। আমরা চাই এদেরকে ধরে পুলিশ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।’’ অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বাগদা থানার পুলিশ। অন্যদিকে অভিযোগ অসত্য এবং অভিযোগের কোনও বাস্তবতা নেই বলে জানিয়েছেন রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সম্রাট মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘‘আমি পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগেই এই ব্যক্তিদের ভোট হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাদের ভোট করে দেওয়ার অভিযোগ অসত্য। তারা কোথায় কাজ করে আমার জানা নেই। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের সকলের এসআইআর-এ উঠেছে। প্রমাণপত্র দিয়েই নাম উঠেছে। যারা অভিযোগ করছে তারা কী কারণে অভিযোগ করছেন জানি না। পুলিশ তদন্ত করলে সহযোগিতা করব।’’ অন্যদিকে কামাল মন্ডলের মা আলেয়া মণ্ডলের দাবি, তাঁর স্বামী পঁচিশ বছর আগে মারা গিয়েছে। তারা এই দেশের বাসিন্দা। তাঁর বাপের বাড়ি এখানে। তিনি আগের দিল্লিতে থাকতেন ১৫ বছর আগে এখানে এসেছেন।

শিশু চিকিৎসকের চেম্বারে অবৈধ ওষুধ বিক্রির অভিযোগ, অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমানে নানা ওষুধ

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ১২ জুলাইঃ নবদ্বীপ শহরে এক শিশু চিকিৎসকের চেম্বারে অবৈধভাবে ওষুধ বিক্রির অভিযোগে রবিবার অভিযানে নামে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিআর)। সংগঠনের দাবি, অভিযানে চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, ওষুধ বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পরিকাঠামো ও সংরক্ষণের নিয়ম মানা হয়নি বলেই অভিযোগ। বিসিডিআর সূত্রের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ওই চেম্বার সম্পর্কে একাধিক অভিযোগ তাদের কাছে পৌঁছায়। অভিযোগ ছিল, রোগী দেখার পাশাপাশি সেখান থেকেই বিভিন্ন ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। অথচ ওষুধ বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাগ লাইসেন্স, নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট কিংবা বিক্রির বিল-কোনওটাই ছিল না। অভিযোগ আরও, নবজাতক ও শিশুদের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধও একইভাবে দেওয়া হচ্ছিল। সংগঠনের সদস্যরা জানান, কয়েক দিন আগেই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়েছিল। নিয়ম মেনে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়। কিন্তু অভিযোগ, সেই সতর্কতার পরও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় রবিবার চেম্বারে গিয়ে বিস্তারিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উদ্ধার হওয়া ওষুধের মধ্যে ‘শিডিউল এইচ-ওয়ান’ শ্রেণিভুক্ত ওষুধও ছিল বলে বিসিডিআর দাবি করেছে। এছাড়া এমন কিছু শিশুদের ওষুধ ও ড্রপ পাওয়া যায়, যেগুলি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। অভিযোগ, সেগুলি কোনও রেফ্রিজারেটর ছাড়াই সাধারণ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। বিসিডিআর-এর প্রতিনিধি দেবব্রত বণিক বলেন, ‘‘ওষুধ বিক্রি একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। ড্রাগ কন্ট্রোলের বিধি অনুযায়ী লাইসেন্স, প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট এবং যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা যায় না। বিশেষ করে শিশুদের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হতে পারে এবং রোগীর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।’’ চেম্বারের এক কর্মী অবশ্য দাবি করেন, রোগীদের সুবিধার জন্যই তিনি ওষুধ মজুত রেখেছিলেন। তবে সেই ওষুধ কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বা বিক্রির বৈধতা সংক্রান্ত কোনও নথি তিনি দেখাতে পারেননি। তাঁর আরও দাবি, বিষয়টি সম্পর্কে চিকিৎসক অবগত ছিলেন না। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানান, তিনি ওষুধ বিক্রির বিষয়টি জানতেন না। তাঁর বক্তব্য, কর্মী টুথপেস্ট বা ডায়াপারের মতো কিছু সামগ্রী বিক্রি করতেন বলেই তাঁর ধারণা ছিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে আগেই বিষয়টি জানানো হলে কর্মীর কাছে জানতে চাওয়া হলেও সে অভিযোগ অস্বীকার করেছিল বলে চিকিৎসক দাবি করেন।

সাতসকালে নবগ্রামে হাড় হিম করা ঘটনা, হাঁসুয়া দিয়ে কোপান হল প্রতিবেশীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ জুলাইঃ ১৫ বছরের পুরনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন হলেন এক ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার অন্তর্গত খাজুরিয়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম নফল সেক (৬০)। নবগ্রাম থানার পুলিশ ইতিমধ্যে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও এই খুনের ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে খাজুরিয়ার গ্রামের বাড়ি থেকে সাইকেল করে নফল কোনও একটি কাজে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন গ্রামের খেলার মাঠের কাছাকাছি ছিলেন সেই সময়ে হঠাৎই হাবু শেখ নামে তাঁরই এক প্রতিবেশী হাঁসুয়া বার করে কোপাতে থাকেন। ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী নফলকে বাঁচাতে গেলে অভিযুক্ত হাবু শেখ তাঁদেরও হাঁসুয়া দিয়ে খুন করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় নফল রাস্তায় পড়ে গেলে গ্রামবাসীরা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে হাবু এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। মোহিত শেখ নামে ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘‘রবিবার সকালে সাইকেল করে নফল কোনও একটি কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে রাস্তার উল্টো দিক থেকে হাবু শেখ হাঁটে আসছিল। দু’জনে যখন পাশাপাশি আসেন সেই সময় হঠাৎই হাবু পিঠের পেছন থেকে হাঁসুয়া বার করে নফলের ডান হাতে কোপ দেয়।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘হঠাৎ করেই হামলা হওয়ায় নফল সামলাতে না পেরে সাইকেল থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। সেই সুযোগে হাবু হাসুয়া দিয়ে তাঁকে বারে বারে কোপাতে থাকে। আমরা বাঁচাতে গেলে আমাদেরকেও খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘এলাকা থেকে পালানোর আগে হাবু, নফলের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য হাঁসুয়া দিয়ে তাঁর গলা কেটে দেয়।’’ মৃতের স্ত্রী রওশনারা বিবি বলেন, ‘‘বহু বছর আগে আমাদের প্রতিবেশী হাবুর সঙ্গে জমি নিয়ে একটি গন্ডগোল হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রামের সালিশিতে সেই সমস্যা মিটে যায়। এতদিন পরে কেন আমার স্বামীর উপর হামলা হল তা বুঝতে পারছি না। আমরা হাবুর কঠোর শাস্তি চাই।’’ নবগ্রাম থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি খুনের মামলা দায়ের করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পরিপূর্ণ অনিলা দেবী ভবনে প্রবাদপ্রতীম সমবায়ী অজিত কুমার গাঙ্গুলির শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা করলেন অধ্যাপক পার্থ দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১২ জুলাইঃ আজ বাঁকুড়া জেলা তথা রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের প্রবাদপ্রতীম ব্যাক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার গাঙ্গুলির ১০০তম(শততম) জন্মদিন। যিনি প্রায় লিকুইডেশনের স্তরে পৌঁছে যাওয়া বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই ব্যাঙ্ককে অন্যতম সেরা ও আধুনিক ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করে রাজ্য ও দেশে সমবায় ক্ষেত্রে নানান সম্মান ও শিরোপাই শুধু ছিনিয়ে আনেননি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন নানান অবিস্মরনীয় অবদান। বাঁকুড়া শহরে দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় অন্যতম সেরা হয়ে ওঠার পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে সামলেছেন ‘শ্রীদুর্গা ব্যায়াম সমিতি ও রুদ্র সংঘ’-এর যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতির পদ। কয়েক দশক ডেলিগেট থাকার পাশাপাশি সামলেছেন বাঁকুড়া টাউন কোঅপারেটিভ ব্যাংঙ্কের সম্পাদকের দায়িত্ব। বাঁকুড়া পৌরসভায় নির্বাচিত সদস্য ছিলেন ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত - এরই মধ্যে পৌরসভায় সামলেছেন ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ভাইস-চেয়রম্যান ও ১৯৮১’র মাঝামাঝি সময় থেকে এক বছরের কিছু বেশী সময় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। উনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন শহরকে যানজট মুক্ত করতে যেমন তামলীবাঁধ থেকে বাসস্ট্যান্ডকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোবিন্দনগরে ঠিক তেমনিই পৌরসভার পক্ষ থেকে স্টল তৈরী করে পথিপার্শ্বর্থ প্রতিটি হকারের জন্য মাচানতলা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, গোলপার্ক, তামলীবাঁধ ও গোবিন্দনগরের অতি মূল্যবান সরকারী জমিতে জেলা প্রশাসনের সাহায্য ও সহযোগিতায় করে গেছেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা-

পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি শহর উন্নয়নের কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প আইডিএসএমটি’র টাকা বরাদ্দ হিসেবে সেই সময় মঞ্জুর হয়ে এলে জমি অধিগ্রহণ করে করা হয়েছে দুর্গাপুর বাইপাস রোডের কাজের সূচনা ও তৈরী করা হয়েছে রাজগ্রামে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণের রূপরেখা। তাছাড়াও বেশ কয়েক বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রুগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব - আর সেই সময়কালে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশেষ করে প্রান্তিক পরিবারের মানুষজনদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে স্থাপিত হয়েছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ২০১৮ সালের ৩০শে মার্চ অজিতবাবুর জীবনাবসান হলেও সমাজের বহু মানুষ শ্রদ্ধার সাথে আজও স্মরণ করে চলেছেন তাঁর সব অবস্মরণীয় অবদানের কথা। এই রকম বহুধা গুণসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার গাঙ্গুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর বহুমুখী অবিস্মরণীয় অবদানে বিশেষ করে সমবায় ব্যবস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগঠনে প্রান্তিক পরিবারগুলি এবং বিশেষভাবে মহিলারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বানে আজ বাঁকুড়া স্কুলডাঙায় মুজফফর আহমেদ সরণিতে পরিপূর্ণ অনিলা দেবী ভবনের (এবিটিএ হলে) সভাগৃহে বর্ষব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পার্থ দে। অজিত কুমার গাঙ্গুলির প্রতিকৃতিতে অধ্যাপক পার্থ দে, অজিতবাবুর পরিবারের সদস্য ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজনের মাল্যদানের মাধ্যমে উদযাপন কমিটির সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের জেলা সভাপতি অসিত কুমার শর্মার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সমাজে তাঁর ব্যাতিক্রমী সব অবদানগুলির কথা তুলে ধরে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অধ্যাপক পার্থ দে। ওনার প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অজিতবাবুর অবদানগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় মঞ্চ বর্ষব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকী কর্মসূচীতে কি কি করতে চলেছে তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক প্রতীপ মুখার্জী। এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন জেলার বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী শ্রী বিশ্বরূপ দত্ত, পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী করুনণাময় চন্দ, ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে পুত্র ডাঃ শুভাশিস গাঙ্গুলি ও কন্যা শ্রীমতী রিনি ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের রাজ্য কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সমীর কুমার মুখার্জী ও বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী দেবল দত্ত, শ্রী অশোক মুখার্জী ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন জেলা তথা রাজ্যের বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শ্রী পার্থ সারথী কুন্ডু-এছাড়াও বক্তব্য রাখার পাশাপাশি আবৃত্তি পরিবেশন করেন অজিতবাবুর কন্যা রিনি ব্যানার্জী। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়ে অজিতবাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে যান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী রাধারাণী ব্যানার্জী ও কার্যকরী সভাপতি অরূপ ব্যানার্জী। জেলা বিভিন্ন প্রান্তের সমবায়ীরা ছাড়াও সভায় বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধি তথা সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশিষ্ট মানুষজনের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E(WS-II), KMC** invites e-tender for the following works :-

1. NIT No. : WS/LBPS/26-27/02
Name of work : **Overhauling and servicing of Cranes at ranikuthi, Layelka and Golfgreen BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,90,258.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

2. NIT No. : WS/GJKBPS/26-27/02
Name of work : **Replacement of damaged air release valves above the common header of G J Khan BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,74,456.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

3. NIT No. : WS/KBPS/26-27/05
Name of work : **Restoration of pumping service by replacement of defective spares of submersible Pump-Motor No.6, 7 and 9 for delivery line at Kalighat BPS.** Estimated Cost : **Rs.1,93,777.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days (for Sl.No.1 to 3).** Time and last date of receipt of tender (online) : **25.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** Time and date of opening of tender (online) : **27.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from : **15.07.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available in the website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Ex. Engineer (WS)/Br-XII, Jadavpur Unit, KMC** nvites e-tender for the following works. (Submission of bid through online).

1. NIT No. : KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/26-27/05/1ST CALL
Name of work : **Link connection for the bid dia tubewell of 150 MM at Purbaloke 6 No. Goli in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Cost : **Rs.1,59,054.16.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **10 Days.**

2. NIT No. : KMC/WS/BR-XII/BDT/LINK/109/26-27/06/1ST CALL
Name of work : **Link connection for the tubewell at Survey Park ‘C’ Block in Ward No.109,Br-XII.** Estimated Cost : **Rs.1,21,551.68.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **07 Days.**

3. NIT No. : KMC/WS/BR-XII/105/LAYING/25-26/05/1ST CALL
Name of work : **Improvement of water supply system by laying of 100 MM Dia New DI Pipe line parallel to the existing old worn out pipe line from 1/12 Jadavgarh Colony to Mental Hospital and 1/11 Jadavgarh Colony to 120C S.G. Road in Ward No.105, Br-XII.** Estimated Cost : **Rs.1,35,131.27.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **14 Days.**

4. NIT No. : KMC/WS/BR-XII/105/26-27/M-2/1ST CALL
Name of work : **Restoration work of water supply main by leak repairing of service and reserve main, Cap wash and ancillary works in Sucheta Nagar, Ramlal Bazar, Nelinagar and surroundings in Ward No.105, Br-XII.** Estimated Cost : **Rs.2,99,489.69.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.** Last date and time of online submission of Bid : **27.07.2026 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opened on : **29.07.2026 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available on the website **http://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).** For any addendum or corrigendum, please refer to the website **http://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Ex. Eng. (W/S), S.S. Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/02/M3/26-27/05 (1st Call)
Name of work : **Repairing of water pipeline leakages near 7A Bus Stand, Sarsuna Main Road, 211/12/15 Bagpota Road, 211/32 K.D. Link Road, 12 Jadav Ghosh Road, 102/3 Sonali Park and other locations in Ward No.127, Br-XIV.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,78,184.03.** Earnest Money : **Rs.5,570.00.** Period of Completion : **30 days.**

2. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/03/M1/26-27/06 (1st Call)
Name of work : **Repairing of water pipeline leakages near 8/2, 50 Banerjee Para Road, 119 Sonamukhi Road, 221, 7E/1, 323, 54/B, 31/9, 2/6 Sonali Park cut and flush near 7/31 Surya Sen Nagar and other locations in Ward No.127, Br-XIV.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,72,062.92.** Earnest Money : **Rs.5,450.00.** Period of Completion : **21 days.** Last date of submission of bid : **30.07.2026 upto 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Tender will be opened on : **01.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-129/01/MSH-2/26-27/07 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of water supply pipeline by fixing of leakages flushing, End Cap wash etc. at MID Road, G.M. Road, Senpally and other location in Ward No. 129, Br-XIV.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,76,990.22.** Earnest Money : **Rs.5,550.00.** Period of Completion : **31 days.**

4. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/04/M5/26-27/08 (1st Call)
Name of work : **Repairing of water pipeline leakages, Stand Posts near 211/23 Das Para Link Road, 18/B, 103 K.D. Road, 2/4 Rakshit Para Road, 7/11 Green Park, 64/2 Bagpota Road, 215 Sarsuna Main Road and other locations in Ward No.127, Br-XIV.** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs.2,72,230.37.** Earnest Money : **Rs.5,450.00.** Period of Completion : **21 days.** Last date of submission of bid : **31.07.2026 upto 2 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** Tender will be opened on : **03.08.2026 at 2 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on & from **15.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2) and 17.07.2026 at 2 p.m. (for Sl.No.3 & 4)** from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

220 / 26-27

গম্ভীরের কোচিং স্টাফ ছাড়ছেন দুই সহযোগী!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ জুলাইঃ পরপর দুই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ। সার্বিকভাবে টিমের নাজেহাল দশা। শেষ ৭ ম্যাচের ৬টিতেই ম্যাচে হার! বরুণ দেবতা সহায় না থাকলে যেটা কিনা সাতে সাত হতে পারত! লাগাতার ব্যর্থতার জেরে টালমাটাল ভারতীয় ক্রিকেট। যার প্রভাব এবার সম্ভবত পড়া শুরু করল ভারতীয় দলের সাজঘরেও। শোনা যাচ্ছে, হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের কোচিং স্টাফ ছাড়ছেন তাঁরই বেছে নেওয়া দুই সহকারী। এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে এক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। আরেক জনও কথা চালাচ্ছেন। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র খবর অনুযায়ী, ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফের এক সদস্য খুব শিগগির জাতীয় দল ছেড়ে এক আইপিএল দলে যোগ দেবেন। কথাবার্তা প্রায় পাকা। গৌতম গম্ভীরের আরও এক সহকারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তিনিও অন্য চাকরির খোঁজ করছেন। এই মুহূর্তে গৌতম গম্ভীরের কোচিং স্টাফে রয়েছেন রায়ান টেন দুশখাতে, মর্নি মর্কেল, সীতাংশু কোটাক এবং টি দিলীপ। এদের মধ্যে কে কোচিং স্টাফ ছাড়বেন সেটা অবশ্য স্পষ্ট করেনি ওই সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। তবে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, যে শীঘ্রই গম্ভীরের কোচিং টিমে ভাঙন ধরতে চলেছে। আসলে ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে যখন গোটা ক্রীড়াবিশ্ব মগ্ন, তখন একের পর এক লজ্জার নজির গড়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। যার জেরে ক্ষুব্ধ বিসিসিআইও। শোনা যাচ্ছে, ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড সিরিজের হারের ময়নাতদন্ত করবে বোর্ড। তাতে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স যেমন খতিয়ে দেখা হবে, তেমনই খতিয়ে দেখা হবে কোচিং স্টাফের পারফরম্যান্সও। এমনকী হেড কোচ গৌতম গম্ভীরও নিরাপদ নন। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্র বলছে, এই সিরিজের পর একাধিক তারকাকে ছাঁটাই করার কথা ভাবা হচ্ছে। এদের অনেকেই কোচ গম্ভীরের প্রিয়পাত্র। এমনিতে বোর্ডের সঙ্গে গম্ভীরের চুক্তি রয়েছে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত। সেই চুক্তি শেষের আগে তাঁর চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে তিনি যে আগের মতো 'নিরাপদ' নন, সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হতে পারে। তবে সহকারী স্টাফদের ছাঁটাই করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

১০ জনের সুইজারল্যান্ডের প্রতিরোধ ভেঙে সেমি-ফাইনালে আর্জেন্টিনা

সংবাদ সংস্থা, কানসাস, ১২ জুলাইঃ ৯০ মিনিটে মেলেনি ফয়সালা। অপেক্ষা করতে হয়েছে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। এক জন কমে যাওয়ার পরও সুইজারল্যান্ড সহজে মাথা নোয়ায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফারাক গড়ে দিল আর্জেন্তিনার বেঞ্চের শক্তি, আক্রমণের ধার এবং সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতা। আর অবশ্যই ১১২ মিনিটের মাথায় হুলিয়ান আলভারেজের দুর্দান্ত গোল এবং যোগ করা সময়ে লাউতারো মার্তিনেজের শেষ পেরেক। সব মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে জিতে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে লিওনেল স্কালোনির দল। এবার সামনে ইংল্যান্ড। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা চালায় আর্জেন্তিনা। নবম মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের শট ব্লক। সেই কর্নার থেকেই গোল। ১০ মিনিটে লিওনেল মেসির ভাসানো বলে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাক অ্যালিস্টার। এরপরও আর্জেন্তিনা আক্রমণে থাকলেও ব্যবধান বাড়েনি। অন্য দিকে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরে সুইজারল্যান্ড। প্রথমার্ধে বলের দখলেও এগিয়ে ছিল তারা। তবে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের পরীক্ষা নেওয়ার মতো সুযোগ খুব বেশি তৈরি হয়নি। বিরতিতে স্কোরলাইন ১-০। দ্বিতীয়ার্ধে ছন্দ পাল্টে যায়। ৬০ ও ৬৫ মিনিটে এম্বোলো এবং দান এনদোয়ের নিশ্চিত গোলের সুযোগ ঠেকিয়ে দেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। কিন্তু ৬৭ মিনিটে আর শেষরক্ষা হয়নি। রিকার্দো রদ্রিগেসের পাস থেকে নিচু শটে সমতা ফেরান দান এনদোয়ে। ম্যাচে তখন নতুন মোড়। তিন মিনিট পরেই বিতর্ক। ব্রিল এম্বোলোর কঠোর ট্যাকলে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি জোয়াও পিনহেইরো। পরে ভিএআরের নির্দেশে সিদ্ধান্ত বদলে লাল কার্ড। ১০ জনে নেমে আসে সুইজারল্যান্ড। তবু নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি আর্জেন্তিনা। মেসির শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। লিসান্দ্রো মার্তিনেজের প্রচেষ্টা ফিরিয়ে দেন গ্রেগর কোবেল। ১-১ ফলেই ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অদ্ভুতভাবে একস্ট্রা টাইমের প্রথম অর্ধেও আজ গোলের দেখা পায়নি আর্জেন্তিনা। মেসির ফ্রি-কিক দেয়ালে আটকে যায়। থিয়াগো আলমাদার শট বাঁচান কোবেল। ১১২ মিনিটে আসে ম্যাচের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। জোসে লোপেসের শর্ট পাস ধরে বক্সের মুখ থেকে ডান পায়ের বাঁকানো শটে বল জালে জড়ান হুলিয়ান আলভারেজ। সুইস গোলকিপারের সেভ করার কোনও সুযোগ ছিল না। এরপর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে সুইজারল্যান্ড। কিন্তু খানিক বাদেই আশায় জলাঞ্জলি। বক্সের বাইরে আলগা বল পেয়ে প্রথম টাচেই ডান কোণে শট মারেন লাউতারো মার্তিনেজ। আবারও পরাস্ত হন সুইস কিপার। রেফারি শেষ বাঁশি বাজার সময় স্কোরলাইন ৩-১। এখন মেসিদের নজর সেমিফাইনালে। যেখানে অপেক্ষা করছে ইংল্যান্ড। শেষ চারের অন্য খেলায় মুখোমুখি স্পেন ও ফ্রান্স।

দেশে ফিরে প্রয়াত দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ মিডফিল্ডার

সংবাদ সংস্থা, প্রিটোরিয়া, ১২ জুলাইঃ কয়েক সপ্তাহ আগেই দেশের জার্সিতে ইতিহাস গণ্ডছিলেন। খেলেছিলেন বিশ্বকাপের মঞ্চে। যার রেশ কাটতে না কাটতেই নির্মম পরিণতি। মাত্র ২৫ বছর বয়সে প্রয়াত দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক ফুটবলার জেইডেন অ্যাডামস। শনিবার, ১১ জুলাই, দেশের ক্রণ্ডামন্ত্রক মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। তবে ঠিক কী কারণে এই অকালপ্রয়াণ, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল মহলে খবর ছণ্ডাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। দেশের হয়ে বিশ্বকাপে নজরকাড়া পারফরম্যান্স অ্যাডামসের। এমন প্রয়াণে কার্যত মাঝপথেই থমকে গেল এক উদীয়মান তারকার কেরিয়ার। এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবারের জন্য নকআউটে পৌঁছে ইতিহাস লেখে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সাফল্যের অন্যতম কাণ্ডারি অ্যাডামস। 'বাফানা বাফানা'দের হয়ে গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচে মাঠে নামেন। মেক্সিকো এবং চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে সুযোগ পান। এরপর বদলি হিসেবে ছাপ রাখেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ১-০ গোলের নির্ণায়ক জয়ে। যদিও শিকে ছেঁড়েনি

নকআউট পর্বে। কানাডার কাছে পরাজয়ে আফ্রিকানদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। টুর্নামেন্ট চলাকালীন ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে অ্যাডামসের জীবনে। চেক প্রজাতন্ত্র ম্যাচের ঠিক আগের দিন প্রয়াত হন তাঁর দিদিমা। সেই ম্যাচে প্রথমার্ধের পরেই অ্যাডামসকে তুলে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত শোক তীব্র। তবু সব সামলে দেশের হয়ে লড়াই চালিয়ে যান তিনি। আন্তর্জাতিক স্তরের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলেও সফল অ্যাডামস। স্টেলেনবশ এফসি-র যুব অ্যাকাডেমিতে উত্থান। গত বছর জানুয়ারিতে যোগ দেন মামেলোডি সানডাউনস ক্লাবে। প্রিটোরিয়ার এই দলের হয়ে ২০২৫-২৬ মরশুমে সিএএফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হাতে তোলেন। জাতীয় দলের হয়ে অ্যাডামসের অভিষেক ২০২২ সালে, মোজাম্বিকের বিরুদ্ধে। দেশের জার্সিতে মোট ১৩টি ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তাঁর পা থেকে আসে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গোল। মাত্র ২৫ বছরেই দেশের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারের তকমা আদায় করে নেন। তরুণ প্রতিভার প্রয়াণে শোকাহত গোটা ক্রীড়ামহল। সাউথ আফ্রিকান ফুটবল প্লেয়ার্স ইউনিয়ন একটি বিবৃতিতে জানায়, 'দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে হারাল। অ্যাডামস এই খেলার এক গর্বিত সেবক। এমন তরুণ প্রাণ, যাঁর এখনও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল।'

'ঠিকভাবে কথা বলুন, অপমান করবেন না!'

খেলার মাঝে রেফারির উপর মেজাজ হারালেন মেসি

সংবাদ সংস্থা, কানসাস, ১২ জুলাইঃ বিশ্বকাপের মেগা কোয়ার্টার ফাইনাল। সুইজারল্যান্ড বনাম আর্জেন্তিনা। রুদ্ধশ্বাস লড়াই ৩-১ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে লিওনেল মেসিরা। তবে মাঠের ফুটবল ছাপিয়ে আপাতত চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ভাইরাল ভিডিও। সেখানে পর্তুগিজ রেফারি জোয়াও পিনহেইরোর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতে জড়াতে দেখা যাচ্ছে আর্জেন্তিনীয় অধিনায়ককে। এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছে। ১৯৬২ সালে ব্রাজিলের পর এই প্রথম কোনও দেশ টানা দু'বার বিশ্বকাপ জেতার দৌড়ে। কিন্তু খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ের মধ্যে রেফারির সঙ্গে মেসির বচসা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অতিরিক্ত সময়ে ১০ জনের সুইস দলকে হারিয়ে বুধবার আটলান্টায় শক্তিশালী ইংল্যান্ডের মুখোমুখি বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের প্রথমার্ধে। সুইজারল্যান্ড তখন ফ্রি-কিক নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর্জেন্তিনার ডিফেন্সিভ ওয়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেসি। তখন নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট দূরত্বে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেন রেফারি পিনহেইরো। কিন্তু তাঁর কথা বলার ধরনে অত্যন্ত রুষ্ট হন লিও। টেলিভিশন ক্যামেরায় স্পষ্ট, আর্জেন্তিনার অধিনায়ক সঙ্গে সঙ্গে তার কড়া জবাব দেন। ফ্রি-কিক নেওয়া হয়ে যাওয়ার পরেও রেফারির কাছে এগিয়ে যান। দুই হাত পিছনে রেখেই রেফারির চোখে চোখ রেখে উগরে দেন ক্ষোভ। ফুটবল মাঠে শান্ত স্বভাবের তারকার এমন আগ্রাসী চেহারা সত্যিই বিরল। সম্প্রচারিত ভিডিওর লিপ-রিডিং বা ঠোঁট নাড়া দেখে বিশেষজ্ঞদের দাবি, পিনহেইরোকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক

করেন মেসি। সরাসরি বলেন, ''আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলুন। আমাকে অসম্মান করবেন না। ঠিক করে কথা বলুন। আমি আপনার সঙ্গে ভালভাবেই কথা বলেছি।'' মেজাজ হারালেও শরীরী ভাষায় যথেষ্ট সংযম বজায় রেখেছিলেন তিনি। পিনহেইরোও এই ঘটনায় মেসিকে কোনও কার্ড দেখাননি। ক্ষণিকের এই উত্তাপ মাঠের খেলাতেও কোনও প্রভাব ফেলেনি। নির্ধারিত সময় শেষে ম্যাচ ১-১ অমীমাংসিত থাকার পর অতিরিক্ত সময়ে বাজিমাত আর্জেন্তিনার। হুলিয়ান আলভারেজ এবং লাউতারো মার্টিনেজের জোড়া গোলে সুইসদের প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার। অনায়াসেই শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে স্কালোনির দল। পর্তুগিজ ফুটবলের অন্যতম পরিচিত নাম। ইউরোপের প্রথম সারির রেফারিদের তালিকাতেও জোয়াও পিনহেইরো বেশ উপরের দিকেই রয়েছেন। ৩৮ বছর বয়স। ২০১৫ সালে পর্তুগালের শীর্ষ ডিভিশনে কাজ শুরু করেন। ঠিক এক বছর বাদে ফিফার ব্যাজ অর্জন। এরপর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপা লিগ এবং ২০২৫ সালের উয়েফা সুপার কাপের মতো ব। মঞ্চেও ম্যাচ খেলানোর বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সেই সুবাদে চলতি বিশ্বকাপের দায়িত্বপ্রাপ্তি। মেসির সঙ্গে তাঁর এই তর্কবিতর্ক ঘিরে অনলাইনে ব্যাপক চর্চা চলছে ঠিকই। তবে অধিনায়কের বিরুদ্ধে কোনও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে খেলা স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।

উইম্বলডনে নতুন রানি চেক-সুন্দরী নোসকোভা

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১২ জুলাইঃ সেই ২০০৯ সালে স্বদেশীয় দুই টেনিস তারকার লড়াই দেখেছিল উইম্বলডন। সেবার দিদি ভেনাসকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন সেরেনা। এবার ফের দুই স্বদেশীয় লড়াই। চেক রিপাবলিকের ক্যারোলিনা মুচোভা ও লিন্ডা মুসকোভা অলিম্পিকে একসঙ্গে ডবলসে লা।ছেন। এবার সেন্টার কোর্টে একে অপরের মুখোমুখি। ২৯ বছরের মুচোভা অবিশ্বাস্য লড়াই করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। আড়াই ঘণ্টার লড়াইয়ে ৬-২, ৫-৭, ৬-৩ ব্যবধানে জিতে প্রথমবার উইম্বলডন খেতাব ঘরে তুললেন ২১ বছরের নোসকোভা। প্রথম সেট ছিল কার্যত একতরফা। নোসকোভার বীরত্বের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেননি মুচোভা। দ্রুত ৪-১ পয়েন্টে এগিয়ে যান নোসকোভা। এরপর ৬-২ ব্যবধানে প্রথম সেট ঘরে তোলেন। দ্বিতীয় সেট শুরু হয়েছিল আরও একতরফা ভাবে। ২-২ করে কিছুক্ষণ লড়াই করার পর আচমকা নোসকোভা ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত এক দুর্দান্ত ভলিতে আর প্রতিপক্ষকে কামব্যাকের সুযোগ দেননি নোসকোভা। ৬-৩ ব্যবধানে এই সেটও পকেটে পুরে সবুজ ঘাসের নতুন রানি হলেন তিনি। আর ২০২৩-র ফ্রেঞ্চ ওপেনের মতো এবারও খালিহাতে ফিরতে হবে মুচোভাকে।

নরওয়ের বিস্ময়যাত্রা থামিয়ে শেষ চারে ইংল্যান্ড, জোড়া গোল বেলিংহ্যামের

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১২ জুলাইঃ মায়ামি গার্ডেন্সের হার্ড রক স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় রবিবার সকালে শেষ হওয়া কোয়ার্টার-ফাইনালে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জয় ২-১ গোলে। প্রথমার্ধে আন্দ্রেয়াস শেলদেরিপকের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নরওয়ে। আগে কখনোই নকআউট পর্বে কোনো জয় না পাওয়া নরওয়ে এবার ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়। এই দলটিই আসরের শুরু থেকে দারুণ সব পারফরম্যান্সে চমকে দেয় সবাইকে। গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে নকআউট পর্বে উঠে শেষ বত্রিশে তারা হারায় আইভরি কোস্টকে। ইউরোপের দলটি এরপর বিদায় করে দেয় রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে। নতুন ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে নেমে, ফেভারিট ইংল্যান্ডেরও চোখে চোখ রেখে লড়াই করল নরওয়ে। পজেশন রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও প্রায় সমানে-সমান তারা। গোলের জন্য দলটির ১৩ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল, ইংলিশদের ১৪ শটের আটটি থাকে লক্ষ্যে। ম্যাচের শুরুর দিকে চিত্র অবশ্য ভিন্ন ছিল। বল দখলে রাখা ও আক্রমণ, দুইভাবেই শুরু থেকে চাপ তৈরি করে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখলেও, তাদের গোলরক্ষককে অবশ্য তেমন পরীক্ষায় ফেলতে পারছিল না তারা। প্রথম হাইড্রেশন ব্রেক থেকে ফেরার পরই বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রি কিক পায় ইংলিশরা। তবে, ডি-বক্সের বাইরে থেকে হ্যারি কেইনের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রথম ২৫ মিনিটে নিজেদের ডি-বক্সের বাইরে ব্যস্ত সময় কাটানো নরওয়ে এরপর, একটু একটু করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ৩৪তম মিনিটে ডি-বক্সে জন স্টোন্সের একটু ভুলে বিপদে পড়তে যাচ্ছিল ইংল্যান্ড। তাদের ভাগ্য ভালো, কাছেই থাকা আর্লিং হলান্ড বল পাওয়ার আগেই নিয়ন্ত্রণে নেন পিকফোর্ড। পরের মিনিটে দারুণ পজিশনে বল পেয়ে গোলরক্ষক বরাবর হেড করেন হলান্ড। তবে ওখান থেকে পাল্টা আক্রমণ শাণানোর চেষ্টায়, প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জে নিজেদের সীমানায় বল হারিয়ে ফেলেন কেইন। এরপর, সতীর্থের পাস ধরে মার্টিন ওদেগোর এগিয়ে যান এবং বল বাড়ান শেলদেরিপকে। ২২ বছর বয়সী এই উইঙ্গার ডি-বক্সে ঢুকেই নেন জোরাল শট, প্রতিপক্ষকে হতচকিত করে পিকফোর্ডের

ওপর দিয়ে গিয়ে দূরের পোস্টে লেগে বল জালে জড়ায়। বিশ্বকাপে এটা তার প্রথম গোল। জাতীয় দলের হয়ে ১৮ ম্যাচে তার গোল হলো দুটি। পরের কয়েক মিনিটে আরও কয়েকবার ইংলিশ রক্ষণে ভীতি ছড়ায় নরওয়ে। ৪৪তম মিনিটে গতিময় এক প্রতি-আক্রমণে নিশ্চিত সুযোগ পান আলেকজান্দের সারলথ। ডি-বক্সের মুখে তার বাঁ পাশে অরক্ষিত ছিলেন হলান্ড, সামনে ডিফেন্ডার একজন কিন্তু আতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড পাস দিতে কিংবা দ্রুত শট নিতেও পারেননি! এরপরই, যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বেলিংহ্যামের দারুণ নৈপুণ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ইংল্যান্ড। গর্ডনের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে, প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্যে জায়গা বানিয়ে জোরাল কোনাকুনি শটে সমতা টানেন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার। তবে, গোলটি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কারণ, নরওয়ের গোলরক্ষক আরিয়ান হশল নিলাদের গোলকিকে বল মাঝমাঠে হাওয়ায় থাকা অবস্থায় স্কাই ক্যামেরার তারে লাগে, এবং বল ধরে আক্রমণে ওঠে ইংল্যান্ড এবং দুই সতীর্থের পা ঘুরে বল পেয়ে গোলটি করেন বেলিংহ্যাম। গোলের পর নিলাদ, হলান্ড ও নরওয়ের কোচ বিষয়টি নিয়ে রেফারির কাছে আপত্তি জানান, তবে সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি। প্রথমার্ধের একদম শেষ সময়ে জালে বল পাঠিয়েছিলেন কেইন কিন্তু তিনি নিজেই অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে কর্নারে গোলমুখে বল পেয়ে জালে পাঠান নরওয়ের ডিফেন্ডার তুরবিয়ন হেইগ্যাম। তবে, কর্নারের আগেই হলান্ড ইংলিশ মিডফিল্ডার এলিয়ট অ্যান্ডারসনকে ফাউল করায় এখানেও মেলেনি গোল। দ্বিতীয় হাইড্রেশন ব্রেকের পর, প্রতিপক্ষের ওপর বেশ চাপ বাড়ায় নরওয়ে। ভাগ্য সহায় হলে, ৭৫তম মিনিটে আবার এগিয়েও যেতে পারতো তারা, কিন্তু ক্রিস্তোফের আয়েরের হেড পিকফোর্ডকে পরাস্ত করলেও বাধা পায় ক্রসবারে। নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে গোলমুখে বিপজ্জনক বল বাড়ান বুকায়ো সাকা কিন্তু প্রতিপক্ষের এবেরেচি এজের পায়ে যাওয়ার আগেই ক্লিয়ার করেন নরওয়ে ডিফেন্ডার। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে গোলরক্ষকের মুহূর্তের ভুলে বিপাকে পড়তে বসেছিল নরওয়ে। কিছুটা সময় নিয়ে যখন শট নেন আরিয়ান হশল নিলাদ, ঠিক ওই সময়ে সামনেই থাকা জেড স্পেন্স পা বাড়িয়ে দেন, বল তার পায়ে লেগে পোস্টের বাইরে যাওয়ায় বেঁচে যায় আসরে চমক জাগানো দলটি। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে কেনের কোনাকুনি হেড ঝাঁপিয়ে কোনোমতে রুখে দেন নিলাদ কিন্তু দলকে বাঁচাতে পারেননি তিনি। বরং পরক্ষণে তার দুর্বলতার সুযোগেই এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। মর্গ্যান রজার্সের জোরাল শট নাগালে থাকলেও, বল গ্লাভসে নিতে পারেননি গোলরক্ষক, তার হাত থেকে ছুটে যাওয়া বল ছুটে গিয়ে জালে পাঠান বেলিংহ্যাম। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জোড়া গোল করলেন এই মিডফিল্ডার। আসরে তার মোট গোল হলো ছয়টি। ৯৯তম মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন স্পেন্স কিন্তু অস্কার ববের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে ভিএআরের সুপারিশে মনিটরে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান তিনি। অতিরিক্ত সময়ের বিরতিতে হলান্ডকে তুলে নেন কোচ স্তলে সুরবাকেন। বদলি নামেন ইয়োর্গেন স্ত্রান্দ লারসেন। শেষ কয়েক মিনিটে মরিয়া হয়ে চেষ্টাও করে নরওয়ে কিন্তু লড়াইয়ে আর নাটকীয়তা ফেরাতে পারেনি তারা। এই নিয়ে চতুর্থবার কোয়ার্টার-ফাইনালের বাধা পার হতে পারল ইংল্যান্ড। ১৯৬৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, ১৯৯০ ও ২০১৮ আসরে সেমি-ফাইনালে শেষ হয়েছিল তাদের যাত্রা।

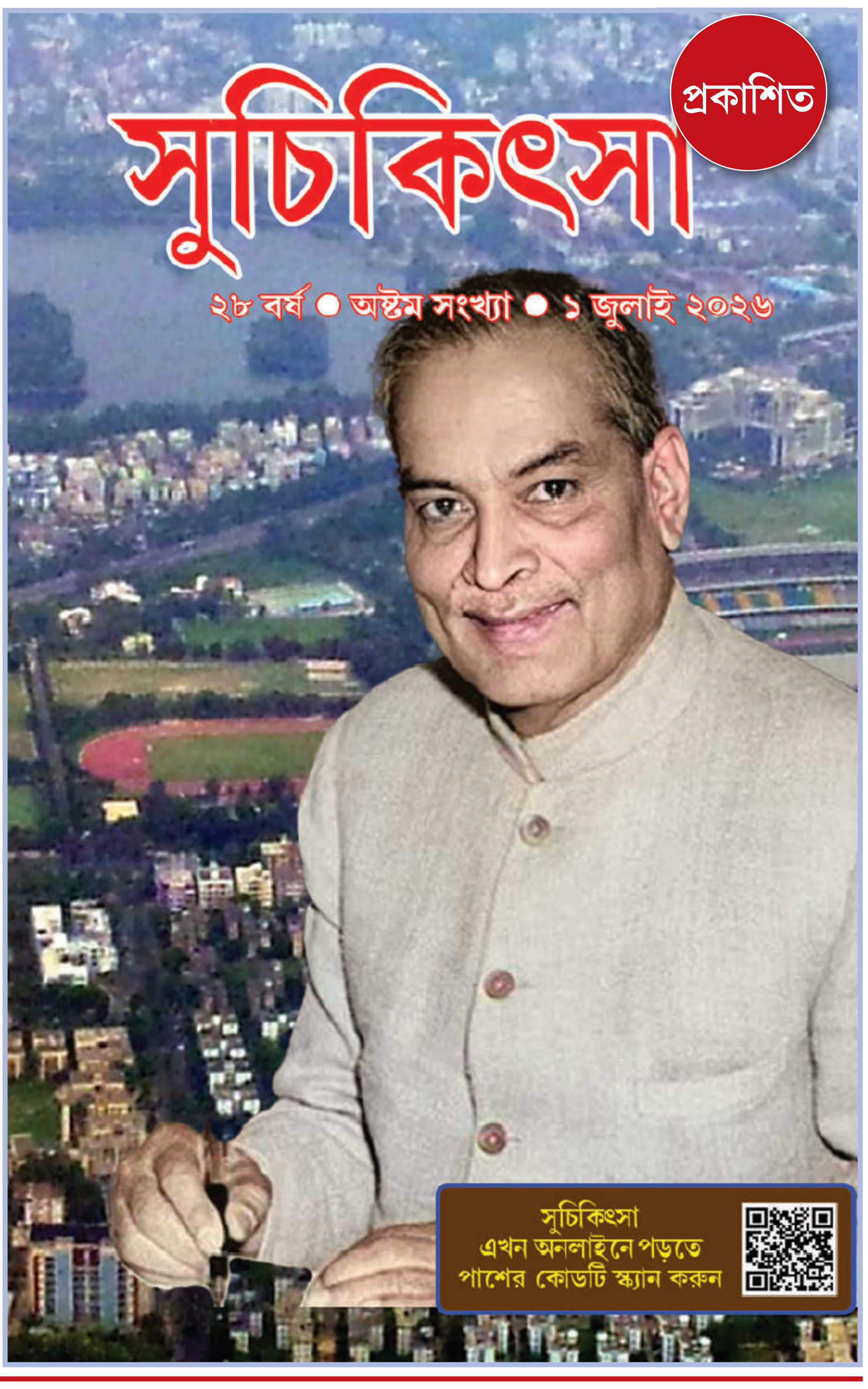

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com